www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১১ ফাল্গুন – ১৭ ফাল্গুন, ১৪২৪ ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি – ২মার্চ, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 18, 24 February - 2 March, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কাবেরী নদীর জলবন্টন মামলায় রায় দিল

সুপ্রিম কোর্ট। বাড়ল কর্নাটকের জলভাগ। সাড়ে ১৪ শতাংশ কমল তামিলনাড়ুর। এই রায়ের ফলে বেঙ্গালুরুর জল সংকট কমবে বলে আশা বিচারপতিদের।

রবিবার : রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে আরও একটি শক্তিশেল।

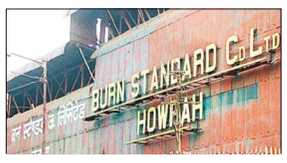

প্রাচীন ঐতিহ্যশালী ওয়াগান নির্মাণ কারখানা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল রেল। বর্তমান ৫০০ কর্মী হয়ত স্বেচ্ছাঅবসর পাবেন। কিন্তু শিল্প গরিমায় আরও নিচে নেমে গেল পশ্চিমবঙ্গ।

সোমবার : কাশ্মীর উপত্যকায় অশান্তিতে জেরবার মেহবুবা

সরকার এবার হাত জোর করে শান্তি প্রার্থনা করলেন মানুষের কাছে। তাঁর আবেদন অশান্তি কমলে আলোচনা সম্ভব। মেহবুবার শরিক বিজেপি অবশ্য কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলার পক্ষপাতী।

মঙ্গলবার : ভারতীয় রেল কর্মসংস্থানের এক বিপুল ক্ষেত্র। চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত

ও অসংরক্ষিত সি গ্রুপের প্রতিটি পদে বাড়ল ২ বছর করে। প্রথম ক্যাটেগরিতে ৩১ থেকে ৩৩। দ্বিতীয় ক্যাটেগরিতে ২৮ থেকে ৩০। সম্প্রতি ৯০ হাজার কর্মী নিয়োগের ঘোষণা করেছে রেল।

বুধবার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে যতই শিল্প

বান্ধব রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করুন না কেন, দাদাগিরি আর সিন্ডিকেটের দৌলতে রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলি যে কাঁপছে তার সাম্প্রতিক প্রমাণ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বোমা গুলি সহযোগে দুষ্কৃতি তান্ডব। ব্যারাকপুরে কমিশনারেট কাউকে এখনও গ্রেফতার পর্যন্ত করতে পারে নি।

বৃহস্পতিবার : রোগী মৃত্যুর জেরে ফের চিকিৎসালয়ে।

গাফিলতির অভিযোগে পরিজন–ডাক্তার সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতা মেডিকেল কলেজ। দুপক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছে।

শুক্রবার : হাজিরা কম থাকলেও পরীক্ষায় বসতে দিতে

হবে। শেষ পর্যন্ত এই দাবি হার মানাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তীর কড়া মনোভাবে। তবু কিছুটা সম্মান বাঁচল এই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানটির।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ইঞ্জিনিয়ার–ঠিকাদার যোগসাজসে কোটি টাকা নয়ছয়

নয়া রাস্তা খুঁড়ে কেরামতি পূর্তদফতরের

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বুড়ল থেকে রায়পুর পর্যন্ত সাত কিলোমিটার গঙ্গাতীরবর্তী রাস্তা গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সংস্কার করে পিচ করা হয়। জেলা পরিষদের অধীনে থাকা রাস্তার হাল খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা সংস্কার হওয়ায় মানুষ খুশি হয়। সূত্রের খবর এই রাস্তা সংস্কার করতে ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড! গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আবার বড় বড় জেসিপি দিয়ে নতুন পিচের রাস্তা খোঁড়া শুরু হয়ে যায়। কী ব্যাপার? সবে তো রাস্তা সংস্কার হল। আমার কেন রাস্তা ভেঙে ফেলা হচ্ছে? প্রায় কোটি টাকা

৭ দিন আগে তৈরি পিচের রাস্তা। আজ সেই রাস্তাই খুঁড়ে ফেলে চলছে পূর্তদফতরের কেরামতি।

অপচয় করা হল কেন? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তখন এভাবে সরকারি টাকার নয়ছয় কেন?

জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় জানালেন, বর্তমানে ওই রাস্তা পূর্ত দফতরের অধীনে চলে গিয়েছে। পূর্ত দফতর রাস্তা সংস্কারের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু সবেমাত্র কাজ হয়েছে, এখুনি পিচ তুলে ফেলে এভাবে টাকার অপচয় হচ্ছে এটা আমারও মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। জেলা বাস্তুকার এ ব্যাপারে আমাদের কিছু জানায়নি।

বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় জানালেন, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। ব্লকের বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার বললেন, এটা উর্দ্ধতন আধিকারিকদের ব্যাপার, আমি কোনও মন্তব্য করতে পারব না।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিব সুমিত রায়কে সমগ্র বিষয়টি জানালে, তিনি বলেন, আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রথম খরচ না করা টাকা ফেরতের উলটপুরাণ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ফেলে রাখা টাকা ফিরিয়ে নিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। এই মর্মে নির্দেশিকাও জারি হয়েছে।

প্রকল্পের টাকা খরচ না করে ফেলে রাখা দীর্ঘদিনের বদভ্যাস এ রাজ্যের সরকারি দফতরগুলির। এই ধারাবাহিক অভ্যাসের উলটপুরাণ হতে চলেছে বর্তমান সরকারের নির্দেশিকায়। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে ২ হাজার কোটি টাকা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ১২০০ কোটি টাকা এবং লোকাল ফান্ডের ৮০০ কোটি। এছাড়া আরও কয়েক হাজার কোটি টাকা ফিরে আসবে বলে মনে করছেন অর্থ দফতরের আধিকারিকরা। তারা আরও জানান, পুনরায় সব দফতরকে চূড়ান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হবে। এরপরেও টাকা কোনও দফতর না ফেরালে সেই দফতরকে আর টাকা বরাদ্দ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা জারির পাশাপাশি অর্থ দফতরের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস–এর আধিকারিকদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এই অডিট টিম উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি সহ কয়েকটি জেলা ঘুরে এসে অর্থ দফতরে রিপোর্ট করেছে বলে সূত্রের খবর। এবার বাকি জেলাগুলিতেও এই টিমকে পাঠানো হবে। আবার যেসব দফতর উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ খরচ করেছে তাদের পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হচ্ছে আরও বরাদ্দ। জানা গিয়েছে মাত্র ন'টি দফতর ভাল কাজ করায় তাদের ১০০ শতাংশ টাকাই ছাড়া হয়েছে। বাকি দফতরগুলিকে টাকা ছাড়া হয়েছে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ। যারা বরাদ্দ টাকা পেয়েও খরচ করতে পারেনি, তাদের টাকাই ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা যাতে নতুন করে কোনও ইস্যু পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রেক্ষিতে তৈরি করতে না পারে, তার জন্য সতর্ক অর্থ দফতর। সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে ফিরে আসা ২ হাজার কোটি টাকা দিয়ে রাস্তা, উড়ালপুল সহ নানা ধরণের প্রকল্প নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্টও নবান্নে জমা পড়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০টি জেলার মোট ৩২২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তা, উড়ালপুল সহ নানা পরিকাঠামো উন্নয়নের খাতে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রয়োজনের বিচারে সব থেকে বেশি টাকা পেয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে মুর্শিদাবাদ, তৃতীয় বর্ধমান, চতুর্থ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলা পরিষদ পঞ্চায়েতগুলিকে টাকা বরাদ্দও করে দিয়েছে। কয়েকটি জেলায় কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। লোকাল ফান্ড থেকে ফিরে আসা ৮০০ কোটি টাকাও প্রয়োজনে বন্টন হবে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রের অভিমত।

জেলা সদরে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সদর আলিপুরের নব প্রশাসনিক ভবনের একতলায় পরিবহন দফতরের প্লাইউড দিয়ে তৈরি একটি কম্পিউটার রুমে আগুন লাগে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ। তার পোড়া তীব্র গন্ধ ও ঘন ধোঁয়ায় ভরে যায় উপরের তলগুলি। আলিপুর পুলিশ কোর্ট চত্বরে রাত্রিবাস করা দোকানদার ও অন্য কর্মীরা দেখতে পেয়ে জল ঢালতে শুরু করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্তে আনে। কিছু কম্পিউটার ও নথি ভস্মীভূত হলেও ছুটির পর হওয়ায় কোনও আহত নিহতের ঘটনা ঘটেনি। সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন জেলাশাসকসহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। দমকলের আধিকারিক ও কর্মীরা জানান, প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা। তবে তদন্ত নাহলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে না।

সরিষাহাটে খুন: আটক ব্যবসায়ী
জওয়ান–পুলিশে ধস্তাধস্তি

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার: গত বৃহস্পতিবার দিনদুপুরে দুষ্কৃতী দৌরাত্মে ও গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়াল ডায়মন্ড হারবারের সরিষাহাটে। মার্কেট কমপ্লেক্সে স্টার মার্কেটের ভেতরে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হল এক যুবককে। বছর তিরিশের নিহত যুবকের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থল থেকে একটি ওয়ান শাটার পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে মার্কেট কমপ্লেক্সের মালিক মোজাম্মেল মণ্ডলকে। তবে খুনের পর আততায়ীরা পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। খুনের খবরে মার্কেটে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিশাল বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছন ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি গৌতম মিত্র। ঘটনাস্থলে আসেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাও। আততায়ীর পকেট থেকে একটি মানি পার্স উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার বলেন, নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে কি কারণে খুন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাতের বেলায় ধৃত মোজাম্মেলকে জেরা করে জানা গিয়েছে এই খুনে জড়িত রয়েছে এসএসবি–র জওয়ানরা। এরপরেই পুলিশ এসএসবি জওয়ানদের খুঁজতে শুরু করে। ধরা হয় এসএসবি–র কমান্ডিং অফিসার দীপককুমার সিংকে। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় ডায়মন্ড হারবার থানা থেকে মেডিক্যাল করানোর জন্য নামানো হচ্ছিল দীপকবাবুকে। থানার নীচে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়িতে ওঠানোর মুহূর্তে হঠাৎ করে দৌড় দেন ওই অফিসার। উঠে পড়েন এসএসবি–র একটি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে। ওঠা মাত্র থানা চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যায় গাড়িটি। থানার অন্য পুলিশকর্মীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িটি ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে পারুলিয়ার দিকে এগিয়ে যায়। অভিযুক্ত অফিসারকে ধরতে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে পিছু নেন আইসি। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িটি নাগালে এলে স্থানীয় নিউটাউনের কাছে প্রকাশ্য রাস্তায় দু'পক্ষে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। এইসময় এসএসবি জওয়ানদের হাতে প্রহৃত হন রাজ্য পুলিসের কর্মীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

উপরে কম্যান্ডিং অফিসার, নিচে হাবিলদার। ধরা হল দুই এসএসবি জওয়ানকে। –নিজস্ব চিত্র

ব্যাঙ্ক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

পুঁজির সংকটে রাজনীতি

কংগ্রেসে তখন সমাজতন্ত্রী লবি বেঁকে বসেছে। সঙ্গে জনঅসন্তোষ। কারণ একদিকে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ৩৬১টা প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ঝাঁপ বন্ধ করেছে। গড়ে যার পরিমাণ বছরে ৪০টারও বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অন্যদিকে ব্যাঙ্কের পুঁজি চুষে নিয়ে যাচ্ছে শিল্পপতি আর ব্যবসাদারেরা। উপেক্ষায় ব্রাত্য দেশের কৃষি ব্যবস্থা। তখনকার এক সমীক্ষা বলছে ১৯৫০ সালে কৃষকদের দেওয়া ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ২.৩ শতাংশ। সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি তো দূরঅস্ত, ১৯৬৭ সালে কৃষি ঋণের পরিমাণ নেমে আসে ২.২ শতাংশে। ফলস্বরূপ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকাল প্রয়াণের পর প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসা ইন্দিরা গান্ধির পিছন থেকে ক্রমশ কমছে জনসমর্থন। জেগে উঠছে বিরোধী কণ্ঠস্বর। কংগ্রেসের মধ্যেও ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়ছেন ইন্দিরাজি। এই অবস্থায় মাস্টার স্ট্রোক দিলেন তিনি। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই ১৪টি বাণিজ্যিক বেসরকারি ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয়করণ করতে এক অধ্যাদেশ জারি করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন জনসমর্থনের মুখ। এর ফলে একদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বিরোধীরা অন্যদিকে অক্সিজেন পেয়ে গেলেন ১৯৭১–এর জাতীয় ও ১৯৭২–এর রাজ্য নির্বাচনে। এর সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসাবে ৭০ শতাংশ ব্যাঙ্কিং পুঁজি চলে এল সরকারি কব্জায়।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ৪৯ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বদলায় নি ছবিটা। আজও কৃষিক্ষেত্র ব্যাঙ্ক ঋণের তালিকায় পিছিয়ে রয়েছে আর বিজয় মালিয়া, নীরব মোদীরা প্রমাণ করছেন শিল্পপতিরাই ব্যাঙ্ক পুঁজির সিংহভাগ হাতিয়ে নিয়ে জনগণের সঞ্চয় লুটে নিচ্ছেন। তফাত শুধু দুটো। এক, শিল্পপতিরা

ব্যাঙ্কের অর্থ লুঠ করে নিলেও সাধারণ মানুষ গচ্ছিত টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না, কারণ সরকার জনগণের টাকাতেই লুঠ হওয়া টাকা পূরণ করে দিচ্ছে। দুই, ব্যাঙ্কের পুঁজি নিয়ে নানা প্রকল্প গ্রহণ করে নিজেদের জনপ্রিয় করে তোলার সুযোগ পাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে দ্বিচারিতায় ভরা। একদিকে তারা লগ্নি আহ্বানের প্রতিযোগিতায় নেমে শিল্পপতিদের ডেকে নানা ছাড়ের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ঋণের লোভ দেখাচ্ছেন। অন্যদিকে, কৃষি ঋণ মুকুব করে ব্যাঙ্ক পুঁজির দফারফা করছেন। আর পুঁজির ঘাটতি সামাল দিতে করদাতাদের অর্থ ভর্তুকির নামে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। রাজনীতিকদের এই মন্থনের সুযোগে দুধের সর খেয়ে যাচ্ছেন বৃহৎ শিল্পপতি, ব্যবসাদার ও বড় বড় সম্পন্ন কৃষকরা। ডামাডোলের এই বাজারে গুছিয়ে নিচ্ছেন অসাধু ব্যাঙ্ক কর্মী, রাজনৈতিক নেতা ও ফড়ের দল। এই অসাধু চক্রের রমরমায় ব্যাঙ্কে পাত্তা পাচ্ছেন না ছোট ছোট ব্যবসাদার ও চাষিরা। অথচ এরাই কিনা অর্থনীতির সবচেয়ে বড় অংশের দাবিদার।

শুধু কি ব্যাঙ্ক পুঁজি! ভারতবর্ষে সরকারি বেসরকারি পুঁজি নিয়ে প্রতারণার পরম্পরা চলছেই। আজ যারা মালিয়া, নীরব নিয়ে সোচ্চার তারাই আবার চিট ফান্ডের নামে পুঁজি কেলেঙ্কারির জন্মদাতা, নয় তো মদতদাতা। আসলে ভারতের পুঁজি চিরকালই ভাঙা কাঁঠাল। যে যার মতো জোর খাটিয়ে কোয়া ছাড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে পড়ে থাকছে ভূষি–মাল। একসময় রাজা–বাদশা–জমিদাররা অত্যাচারের মাধ্যমে কর আদায় করে নিজেদের ভোগ বিলাস চালিয়েছে। পরে ১৭৫৭ সালের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত শাসনের অধিকার পেয়ে ব্যবসার খাতিরে পুঁজি একত্র করতে ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ১৭৭০ সালে কলকাতায় প্রথম ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্থানের প্রবর্তন হয়। কিন্তু তার গণেশ উল্টায় ১৮৩০–৩২ সালে। এরপর ১৭৮৬ সালে জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। তাও অচিরেই পুঁজি হারিয়েছে। এরপর ১৮০৬ সালে আসে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা, ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে ও ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ। ১৯২১ সালে এই তিন ব্যাঙ্ক একত্রিত হয়ে গঠিত হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। যা ১৯৫৫ সালে পাকাপাকি ভাবে নাম নেয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ১৯৬৯ এর আগে একমাত্র সরকারি ব্যাঙ্ক ছিল এটিই। এরপর ব্যাঙ্কের ছড়াছড়ি। কত ব্যাঙ্ক এসেছে। পাততাড়ি গুটিয়েছে। হাহাকার করেছে সাধারণ মানুষ। আজও ঝোপে–ঝাড়ে পাড়ায় পাড়ায় বেআইনি লগ্নির শেষ নেই। কলকাতায় তো একসময় পুঁজি নিয়ে একচ্ছত্র ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছে কাবুলিওয়ালারা। এখনও দেশি সুদখোরদের কমতি নেই মোটেই। অথচ লগ্নির স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পুঁজিবাদ তার চরিত্র অনুযায়ী কতই না ব্যবস্থা নিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি, ইডি যে আসলে ঠুঁটো জগন্নাথ তা তো প্রতিদিন প্রমাণ করে দিচ্ছেন মালিয়া–নীরব থেকে চিটফান্ড থেকে পাড়ার সুদখোররা। সকলেই অবাধে পুঁজি হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। কারোর কিছুই করার নেই।

ইন্দিরাজির ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সুবিধা সবচেয়ে বেশি ভোগ করছেন এদেশের রাজনৈতিক নেতারা। জনগণের থেকে অর্থ তুলে নিয়ে সেই টাকাতেই প্রকল্প রচনা করে জনদরদী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর মাছের তেলে ভাজা মাছ খেয়ে মানুষ দুহাত তুলে ব্যালটের বোতাম টিপছেন। পুঁজির মহিমা এমনই। এখানে বাম–ডান–এ কোনও তফাত নেই। তাই তো রাজনীতির জঠরে প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে শত শত মালিয়া নীরবরা। এদের আটকাবে! সাধ্য কার।

উন্মোচন মঞ্চে কথা বলা শুরু সচেতনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, একঘর অন্ধকার যেমন একটা প্রদীপের ছোট শিখার আলোয় দূর হয়ে যায় তেমনই অনেকটা অজ্ঞতার অন্ধকার আলোকিত হয়ে ওঠে ছোট ছোট জ্ঞানের শিখায়। এই বাণীকে পাথেয় করে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ ভূষণ গুহ মানুষের মনের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে, তাদের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্য বোধ জাগাতে ১৯৬৬ সালে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পতাকাতলে জন্ম দিয়েছিলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার। তাঁর সেই মহান ব্রত নিয়ে পঞ্চাশ পেরিয়েছে আলিপুর বার্তা। সুবর্ণজয়ন্তীর সন্ধিক্ষণে আলিপুর বার্তার পাতায় 'আমি অরিন্দম বলছি' শিরোনামে ফুটে ওঠে প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক ও একজন হৃদয়বান সমাজকর্মী অরিন্দম আচার্যের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে নেওয়া প্রবন্ধগুলি। লেখাগুলি পড়ে মানুষের উন্মাদনা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এইসব অমূল্য প্রবন্ধগুলিকে হারিয়ে যেতে দিলে হবে না। দু–মলাটের মধ্যে বন্দী করে সুলভে তুলে দিতে হবে ছাত্র–ছাত্রী, যুবক–যুবতী সহ আপামর মানুষের হাতে। সেই সিদ্ধান্তেরই ফল 'থানা থেকে বলছি'। এই কথাগুলি বলে শুরু করলেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার উত্তম মঞ্চে বইটির উদ্বোধন করলেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক ও বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, লোকশিল্পের গবেষক, লেখক ও গুরুসদয় মিউজিয়ামের অ্যাসিসটেন্ট কিউরেটর দীপক কুমার বড়পন্ডা, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা ও 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা ড. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের সম্পাদিক রাজ্যশ্রী চৌধুরী, নিকল ও হেরিয়েট উইলিয়ামস এবং লেখক স্বয়ং অরিন্দম আচার্য। দর্শকাসনে উপস্থিত সকলকে বইটির একটি করে কপি উপহার দেন শ্রী আচার্য।

ছবিতে বাঁদিক থেকে দীপক বড়পণ্ডা, নিকল উইলিয়ামস, মিমি উইলিয়ামস, অরিন্দম আচার্য, জয়ন্ত চৌধুরী, রাজ্যশ্রী চৌধুরি, হেরিয়েট উইলিয়ামস, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ও প্রণব গুহ।

ছবি: উৎপল রায়

পিএনবি কাণ্ডের জেরে আরও জাঁকিয়ে কারেকশন বাজারে

পার্থসারথি গুহ

একে রাম, তাতে রক্ষে নেই। সঙ্গে আবার দোসর হয়েছে কিনা সুগ্রীব। আর এই দুয়ের যুগপৎ–এ রীতিমতো লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজারে। প্রথমে একটা ম্যাড়মেড়ে বাজেট (অবশ্যই শেয়ার বাজারের প্রেক্ষিতে) ঘুঁটি অনেকটাই কেঁচে দিয়েছিল। পরে আবার তার সঙ্গে সাগরেদ হয় দীর্ঘমেয়াদী বিক্রির ওপর কর আরোপের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত। এসবের মাঝেই প্রায় ১০ শতাংশ না হাজার পয়েন্ট খুইয়ে নিফটি গিয়ে দাঁড়ায় ১০,৩০০–র ঘরে। সেখান থেকে মোটের ওপর সাপোর্ট নিয়ে বাজার যখন ১০,৬০০ কে অতিক্রম করার স্পর্ধা দেখাতে শুরু করেছে ঠিক সেসময় অর্থবাজারের আকাশে আবির্ভাব ঘটল আরেক যমদূতের। বলাবাহুল্য, পিএনবি সুনামির জেরে ফের তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে ভারতের শেয়ার বাজার।

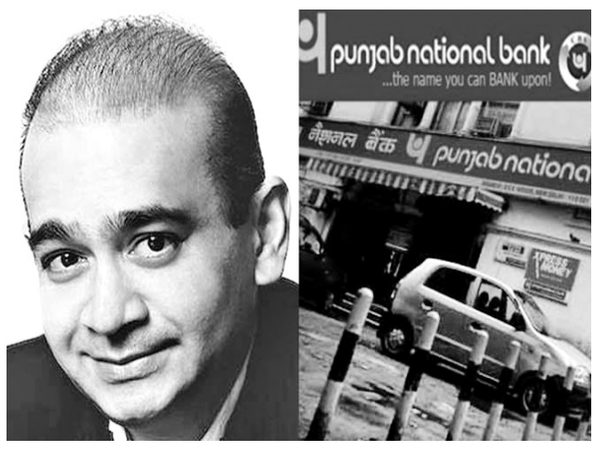

ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলতে ওস্তাদ যদি কেউ থেকে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে।

অর্থনীতি

আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল।

সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। কারণ এই মুহূর্তে যখন বাজারের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে তখনও মিডক্যাপ বা স্মল ক্যাপ সেক্টরে এমন কিছু শেয়ার রয়েছে যারা ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করে আসছে। একেকটা ত্রৈমাসিকের ফল টেক্কা দিচ্ছে পূর্ববর্তী কোয়ার্টারের ফলকে। এই খারাপ বাজারেও এসব শেয়ারের দিকে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে। যাকে বলে একেবারে চোখে চোখে রাখতে হবে এসব অমূল্য সম্পদকে। বাজার একটু ইতিবাচক হতে শুরু করলেই দেখা যাবে এখান থেকে বড় মাপের রিটার্ন আসছে। সুতরাং খারাপ বাজারের বা নেতিবাচক পরিস্থিতির সুযোগে কিছু বটম–ফিশিং নিশ্চিতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

এখানে অবশ্য অন্য একটা কথাও আছে যা সর্বাগ্রে বিচার করতে হবে।তা হল, হাতের শেয়ারে যদি কেনা দামের ওপরে থাকে তবে তা বেচে একবার মুনাফা ঘরে তুলে নিতে পারেন। মনে রাখবেন, এই যে দাম দেখছেন তা আপেক্ষিক। ফের নিচের দামে নাগালের মধ্যে এসে যাবে অনেক শেয়ারই। তখন মনের যাবতীয় সাধ মিটিয়ে কেনাকাটা করবেন। মুশকিলটা কী অনেকে মনে করেন, অমুক শেয়ারের দাম এত হয়ে গিয়েছে বা তমুক শেয়ার এতটা বেড়ে গিয়েছে, সুতরাং ঝাঁপিয়ে কিনতে হবে এবার। না হলে বোধহয় আর কোনও দিন আগের দামে ফেরত আসবে না উক্ত শেয়ার। এঁদের ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ বারংবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শেয়ার বাজার। আসল কথা হল ধৈর্য্যের ভীষণ অভাব। এর ফলেই তাড়াহুড়ো করে অনেকেই ওপরের দামে শেয়ার কিনে ফেলেন। আবার দাম পেলেও তা বেচেন না লোভের বশবর্তী হয়ে।

ইন্ডিয়ান অয়েলে চাকরি যোগ্যতা স্নাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি : জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যানালিস্ট, জুনিয়র মেটেরিয়ালস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৫০ জন কর্মী নিয়োগ করবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। নিয়োগ হবে হলদিয়া রিপাইনারিতে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : PH/R/01/2018.

পোস্ট কোড ১০১ : জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট–ফোর (প্রোডাকশন) : ২৪টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর–সহ কেমিক্যাল বা রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। অথবা বিএসসি। স্নাতকস্তরে ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে সব ক্ষেত্রেই কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস, ফার্টিলাইজার, হেভি কেমিক্যাল বা গ্যাস প্রসেসিং শিল্পে পাম্প হাউস, ফায়ার্ড হিটার, কম্প্রেসর, ডিস্টিলেশন কলাম সংক্রান্ত কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১০২ : জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট–ফোর (পাওয়ার অ্যান্ড ইউলিটিস) : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা মাধ্যমিক এবং ফিটার ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাশ। সঙ্গে বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা বিএসসি, স্নাতকস্তরে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে এবং বয়লার ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে। অথবা অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। সঙ্গে কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস, ফার্টিলাইজার, হেভি কেমিক্যাল বা পাওয়ার প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে কেবল ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকলে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে।

পোস্ট কোড ১০৩ : জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট–ফোর (ইলেক্ট্রিক্যাল) : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস, হেভি কেমিক্যাল, ফার্টিলাইজার্স বা পাওয়ার প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকলে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে।

পোস্ট কোড ১০৩ : জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট–ফোর (ইলেক্ট্রিক্যাল) : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস, হেভি কেমিক্যাল, গ্যাস প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, ফার্টিলাইজার্স বা পাওয়ার প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১০৫ : জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট–ফোর (ইনস্ট্রুমেন্টেশন) : ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর–সহ ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস, হেভি কেমিক্যাল, গ্যাস প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, ফার্টিলাইজার্স বা পাওয়ার প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১০৬ : জুনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যানালিস্ট ফোর : ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক–প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর–সহ বিএসসি। স্নাতকস্তরে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে কোনও পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস, হেভি কেমিক্যাল, গ্যাস প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, ফার্টিলাইজার্স বা পাওয়ার প্ল্যান্টে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১০৮ : জুনিয়র মেটেরিয়ালস অ্যাসিস্ট্যান্ট–ফোর/জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট–ফোর : ৪টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার চালানোয় দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স : ২৮–২–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১১,৯০০–৩২,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল বা প্রফিশিয়েন্সি টেস্টের মাধ্যমে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৫ মার্চ।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iocl.com দরখাস্ত করা যাবে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, দরখাস্তের সময় প্রার্থীর জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন ফটো এবং সই (উভয়ই ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া–ই কালেক্টের মাধ্যমে দিতে হবে ১৫০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের দু'কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এর মধ্যে একটি কপি পাঠাতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকলসহ দরখাস্তের প্রিন্ট আউট সাধারণ ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Advertiser, IOCL Haldia Refinery, P.O. Box No. 1. P.O. Haldia Oil Refinery, District : Purba Medinipur, West Bengal, PIN : 721 606. দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ২৪ মার্চ।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ০৩২২৪–২২৩২৬২/২৩৬।

কাজের খবর

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ৩৪৪ আশাকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৪৪ জন আশা (অ্যাক্রেডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট) কর্মী নেবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। নিয়োগ হবে আলিপুর, বারুইপুর এবং ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে। শুধু বিবাহিত, আইনগতভাবে বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং বিধবা মহিলারাই দরখাস্ত করতে পারবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CHOH/(SPG)/1205. প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

ব্লক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : বাসন্তী : ১৪৭টি। সোনারপুর : ৭টি। বারুইপুর : ৯টি। জয়নগর–১ : ২টি। জয়নগর–২ : ১০টি। কুলতলি : ৩৮টি। ভাঙ্গর–১ : ৯টি। ভাঙ্গর–২ : ৬টি। ক্যানিং–১ : ৮টি। ক্যানিং–২ : ২৯টি। গোসাবা : ৩৪টি। ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা : ২৭টি। বিষ্ণুপুর–১ : ১টি। বিষ্ণুপুর–২ : ৬টি। বজবজ–১ : ৫টি। বজবজ–২ : ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হলে, লিংক ওয়ার্কার হলে, ধাইয়ের কাজে প্রশিক্ষণ থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিদের ২২ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করা যাবে।

মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই দু'টি ওয়েবসাইটের মধ্যে যে–কোনও একটির থেকে : www.s24pgs.gov.in, www.wbhealth.gov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। এর মধ্যে ১টি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
* বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড অথবা জন্মের শংসাপত্রের প্রত্যায়িত নকল।
* শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার মার্কশিটের প্রত্যায়িত নকল।
* স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে ভোটার আইডি বা রেশন কার্ডের প্রত্যায়িত নকল।
* কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যপত্র বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাই এবং লিংক ওয়ার্কার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।
* প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।
* সাম্প্রতিক ভোটার তালিকার বর্তমান অংশ নম্বর ও ক্রমিক নম্বরের প্রত্যায়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্ত স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ১৬ মার্চের মধ্যে পৌঁছতে হবে সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)–এর অফিসে। মহকুমা অফিসের ঠিকানা : আলিপুর সদর মহকুমা : মহকুমা শাসক, আলিপুর সদর, নিউ ট্রেজারি ভবন, চতুর্থ তল, পিন–৭০০ ০২৭। বারুইপুর মহকুমা : মহকুমা শাসক, বারুইপুর, জেলা পরিষদ ভবন, চতুর্থ তল, পিন–৭০০ ১৪৪। তৃতীয় তল, পিন–৭৪৩ ৩২৯। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ ফেব্রুয়ারি – ২ মার্চ, ২০১৮

মেষ : ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে, ভ্রমণযোগ রয়েছে।

বৃষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন, বুদ্ধির ভুলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ফেলবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

মিথুন : শরীর নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা।

কর্কট : উপযাজক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ঠান্ডাজনিত পীক্ষায় ও পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুবা অসম্মানিত হতে হবে। দায়িত্বমূলক ও যোগাযোগমূলক কাজে বাধা এলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকবিষয়ে শুভফলেরযোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না।

কন্যা : বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত করতে হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

তুলা : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সমটি অতীব শুভদায়ক। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না।

বৃশ্চিক : মনে শান্তি পেতে হলে ইষ্টনাম জপ করুন। পূর্ব পরিকল্পিত দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। ঠান্ডা জনিত পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

ধনু : অশুভের মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার সৃষ্ট হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। খাওয়া দাওয়ায় সংযম হতে হবে। কর্মস্থলে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি মনোনিবেশ করতে পারবেন না।

মকর : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমনি শুভফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধু বান্ধবদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মামলা–মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। লেখাপড়ার ফল ভালো হবে। গৃহভৃত্যের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ।

মীন : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষণক্ষেত্রে উচ্চমার্গের ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গলার রোগে কষ্ট পেতে পারেন। আয় ভালই হবে। তবে একটু বিলম্ব হবে, কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে জল থেকে সাবধান থাকবেন।

শব্দবার্তা ৬৭

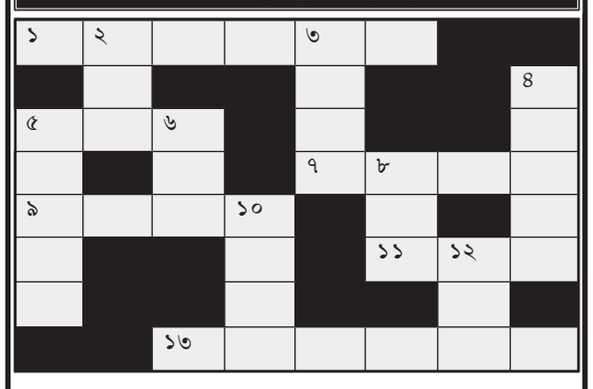

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পূজামন্ডপ ৫। (আল.) অত্যন্ত জঘন্য ও যন্ত্রণাদায়ক স্থান ৭ দেবী সরস্বতী ৯। রবীন্দ্রগল্প ১১। যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা স্বরূপনির্ণয় ১৩। এভাবে সময় কাটানো মানে কোনও ক্রমে কালক্ষেপ।

উপর–নীচ

২। কুম্ভকার ৩। শিশুর গলার কাছে বাঁধা আচ্ছাদন বিশেষ ৪। যে পাথরে বালির অংশ থাকে ৫। যাকে সর্বদা চোখে রাখা হয় এমন ৬। সমৃদ্ধগ্রাম ৮। মুসলমানদের জপমালা ১০। হট্টগোল, গোলমাল ১২। দরমা।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬৬

পাশাপাশি : ২। উপচীয়মান ৫। মহাভৈরব ৭। কাবা ১১। নিজ ১৩। জলসাঘর। ১৪। অবতরণিকা।

উপর–নীচ : ১। সেলিম দুরানি ৩। চীনবঙ্গ ৪। মালিকা ৬। ভৈরোঁ ৮। বামুনের গোরু ৯। রোজগার ১০। খোসা ১২। জবাব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬০নং জাতীয় সড়ক ধরে দুবরাজপুর থেকে সিউড়ি যেতে গেলে এক চরম বিবর্ণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের। বয়সের ভারে ন্যুব্জ ৬০নং জাতীয় সড়কের চিনপাই গ্রামের কাছে বক্রেশ্বর সেতু। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। সেতুর মাঝখান খানাখন্দে ভরা। রেলিং ভাঙা। দেওয়ালে ফাটল। বড়ো গাড়ি, ডাম্পার, ভারী যানবাহন চললে সেতুটি কাঁপতে থাকে। ঠিকমতো হয়নি সংস্কার। মাঝেমধ্যে ছোটো বড়ো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। তা সত্ত্বেও উদাসীন প্রশাসন।

স্বনির্ভর দলের মহিলাদের সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এগ্রিকালচার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি এজেন্সি (আত্মা) –র তরফে রাজনগর কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বাড়িতে সব্জিবাগান তৈরির জন্য বিভিন্ন সব্জির বীজ ও সেইসঙ্গে দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় এলাকার স্বনির্ভর দলের মহিলাদের হাতে। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর সহকৃষি অধিকর্তাসহ বিভিন্ন কর্মকর্তারা। এই ধরনের সহায়তা পেয়ে স্বভাবতই খুশি মহিলারা। শেখ আলি বলেন, 'স্বনির্ভর দলের মহিলাদের পুরোপুরি স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ।'

নতুন রূপে সাজছে রবীন্দ্র ভবন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : গত ৩০ বছর ধরে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার অধীনে দাশুমতি ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে ভগ্ন অবস্থায়। বাম জমানা থেকে ভবনটিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যাবহার করলেও তা ঠিক মত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। রাজপুর ফাঁড়ি থেকে দু মিনিটের পথ ভবনটি। তৃণমূল বোর্ড গঠন হাওয়ার পর রাজপুর–সোনারপুর নজরে পড়ে এই ভবন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত বর্ষে এই দাশুমতির নাম পরিবর্তন হয়ে নামকরণ করা হয় রবীন্দ্রভবন। এবারে রবীন্দ্রভবনের খোল নলচে পাল্টে নতুন রূপ দিতে চলেছে রাজপুর সোনারপুর পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস বলেন – অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা কাজে হাত দিয়েছি। প্রশ্ন করা হয় পুরোনোকে নতুন রূপ দিতে কি কি করছেন এই ভবনটিকে। উত্তরে জানা যায় অত্যাধুনিক বসার আসন, আগে ছিলো ১০০০ আসন যা কমিয়ে করা হচ্ছে ৭৫০টি। এর কারণ? এই সব আসনগুলো বেশি জায়গা লাগে কারণ এইগুলো বিলাসবহুল আসন, সেন্টালি এয়ারকনডিশন, অত্যাধুনিক সাজের ঘর থাকবে দুটি থাকবে এছাড়া থাকছে অন্যান্য অত্যাধুনিক পরিষেবা।

আধুনিক অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা থাকছে, সঙ্গে থাকছে জলের রিজার্ভার। সুন্দর সাউন্ড সিস্টেম। আধুনিক আলো থাকবে ভবনের ভিতরে ও বাহিরে। ভবনের সামনে কোন দিন কোন অনুষ্ঠান হবে তার হোডিং লাগানোর ব্যাবস্থাও করা হয়েছে। সামনে থাকছে রবীন্দ্র নাথের মূর্তি। পল্লব বাবু বলেন এর মোট খরচা ৬ কোটি টাকা। সবটাই পুর তহবিল থেকে ব্যায় করা হচ্ছে।

ফারাক্কায় হিন্দু সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা আয়োজিত হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ফারাক্কা এনটিপিসি মোড়ে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি।সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট হিন্দু সংগঠক উপানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপিকা কুসুমলতা কেডিয়া, রমেশ মিন্দে, চিত্তরঞ্জন মুগল, স্বামী রামানন্দ, সন্ত নীলেশ সিং বাল।সভায় সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলা অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি চন্দ্রকান্ত হাজরা।বক্তারা সেক্যুলারিজমের নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণের তীব্র প্রতিবাদ জানান। সীমান্তে লাগাতার অনুপ্রবেশ ও গরু পাচারের বিরুদ্ধে সরব হন। হিন্দু মহাসভার কেন্দ্রীয় নেতা সন্তোষ রাই বিএসএফের কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন। বক্তারা ১০০ কোটি হিন্দুর জন্য ভারতকে অবিলম্বে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণার দাবি জানান।

আনন্দনিকেতন সেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব বর্ধমান জেলার এনজিও'গুলির মধ্যে সেরার সেরা হিসেবে সম্মান লাভ করল কাটোয়ার সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ কেয়ার অর্থা আনন্দ নিকেতন। ১৭ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান শহরে লোকসংস্কৃতি মঞ্চে ভারতের একটি বৃহত্তর সংবাদপত্র গোষ্ঠী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য একাধিক ব্যক্তিকে যেমন সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে পাশাপাশি এনজিও হিসেবে অসাধারণ কাজকর্মের জন্য আনন্দ নিকেতনকেও সম্মানীত হয়েছে। এরই পাশাপাশি জেলাশাসক, পুলিশ সুপার প্রমুখও সম্মানীত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়। কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ হরমোহন সিনহা প্রতিষ্ঠিত আনন্দ নিকেতন–এর সম্পাদক সুব্রত সিনহা বলেন, জেলার এনজিও'গুলির মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত হওয়ায় এই সম্মাননা প্রদান। আনন্দ নিকেতনের পক্ষে আমি এই সম্মাননা গ্রহণ করি এবং এতে আমাদের সকলেই অভিভূত। এই সম্মাননায় সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।

নবীন বরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কচিকাঁচাদের নিয়ে নবীন বরণ উৎসব পালন করলো একটি বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঘুটিয়ারী শরীফের আল জামিয়াতুল হামীদিয়া মিশনের নবীনবরণে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক হাফীজুর রহমান,মিশনের কর্ণধার তথা গাঁতী রুরাল মাইনরিটি ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক নুরহোসেন মন্ডল সহ ছাত্র–ছাত্রী,অভিভাবক গণ। নতুন কচিকাঁচাদের বরণ করে নিয়ে তাদের এবং অভিভাবকদের নিয়ে শিক্ষা বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।জীবনে প্রথম নবীন বরণ উৎসবে আসতে পেরে খুবই খুশি খুদে পড়ুয়ারা। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক ছাত্রের হাতে বিনামূল্যে পড়াশোনার যাবতীয় সরঞ্জাম তুলে দেন মিশনের কর্ণধার নুর হোসেন মন্ডল। তিনি বলেন খুদে পড়ুয়াদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমাদের এই নবীন বরণ উৎসবের আয়োজন।

সুন্দরবনে শিক্ষার আলো প্রসারিত করতে উদ্যোগ প্রধান শিক্ষকের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ–জলে কুমির, ডাঙায় বাঘের সাথে নিয়মিত সংঘর্ষ করে যাঁদের বাঁচার জন্য লড়াই করতে হয় সেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দাপুটে ভয়াল ভয়ংঙ্কর হানার অকুস্থল নদীর তীরে সুন্দরবনের গোপালকাটা ও জেলেপাড়া।শোনা যায় অনেক দিন আগে গোপাল জেলে নামক এক ব্যাক্তিকে বাঘে আক্রমণ করে।আত্মরক্ষার জন্য গোপাল বাবুর কাছে থাকা ধারালো দা দিয়ে সুন্দরবনের হিংস্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কে কুপিয়ে

প্রধান শিক্ষক

ছিলেন।পড়ে বাঘ রণে ভঙ্গ দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচে।সেই থেকেই গোসাবা ব্লকের হানা নদীর তীরে গ্রামটির নাম হয় গোপালকাটা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে মস্যজীবীদের বসবাস হওয়ায় নাম হয় জেলেপাড়া।তখন এই এলাকায় মানুষের বসবাস খুবই নগণ্য। তারপর গড়ে ওঠে একটি হাইস্কুল।স্বাধীনতার পর অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে ১৯৬৯ সালে সুন্দরবনের জেলেপাড়া ও গোপালকাটা গ্রামের বাসিন্দা পশুপতি থানদার,শ্রীমত্যা সুন্দরী বালা,খগেন্দ্র নাথ থানদার,গণপতি থানদার,অধীর চন্দ্র মন্ডল,রবীন্দ্র নাথ সাঁফুই রা মিলিত ভাবে দুএকর পাঁচ কাঠা জমি দান করেন এলাকায় একটি হাইস্কুল গড়ে তোলার জন্য।প্রায় ৩০০ জন ছাত্র–ছাত্রী নিয়ে অবশেষে দুটি গ্রামের মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে গ।ে ওঠে একটি জুনিয়র হাইস্কুল।১৯৬৯ সালে ২৯ মার্চ শুরু হয় স্কুলের পঠন–পাঠনের কাজ শুরু হয় প্রায় ৫০০ছাত্রছাত্রী নিয়ে। পরের বছর সরকারি অনুমোদন পায় এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়ে প্রায় একহাজার হয়।১৯৯১সালে উন্নীত হয়ে হাইস্কুল হয়। এরপর শিক্ষক ও কিছু মানুষের অনৈতিক কর্ম কান্ডের এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাত্রছাত্রী প্রচুর কমে যায়।বর্তমানে ৪৭৫ ছাত্র–ছাত্রী।শিক্ষক,ছাত্র–ছাত্রী,ও অভিভাভকদের সমন্বয় এবং তার সাথে সুষম সম্পর্ক স্থাপনই গোপালকাটা জেলেপাড়া হাইস্কুলের মান উন্নয়ন বলে মনে করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহীতোষ দাস।

বিদ্যালয়ের কাজ কর্ম ঠিক ভাবে চললেও কয়েকজন শিক্ষক ও স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যালয়ের উন্নয়নের পরিবর্তে স্কুল কে আরো বেশি করে নদীগর্ভে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুন্দরবন জঙ্গল লাগোয়া মানুষদের কে শিক্ষার পরিবর্তে আঁধারের পথে ঠেলে ফেলে দেয়।পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালের ২৯ মার্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং পরে ২০১৫ সালে ১৪ নভেম্বর গোপালকাটা জেলেপাড়া হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শিক্ষক মহীতোষ দাস।প্রত্যন্ত এই দুর্গম এলাকায় ভালো না লাগলেও তিনি ছাত্র–ছাত্রীদের করুণ দুর্দশা দেখে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন গোপালকাটা জেলেপাড়া হাইস্কুলকে আলোর পথ দেখানোর চেষ্টা করতে থাকেন।সেই চেষ্টার পথে বারে বারে বিভিন্ন ভাবে আয়লা ঝড়ের মতো দাপট দেখিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য মহীতোষ বাবুর উপর আক্রমণ শুরু হয়।তবে মহীতোষ বাবু হাল ছাড়ার পাত্র নন।তিনি জানেন কিভাবে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।মহীতোষবাবু আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, বিদ্যালয় কে মিলিতভাবে কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শেষ করে দিয়েছে।মহীতোষবাবুর কথা যে সঠিক তা অভিভাবকরা স্বীকার করে বলেন, 'আসি যাই মাইনে পাই' ভাবে স্কুল চলতো।কিন্তু মহীতোষ বাবু আসার পর থেকে বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন হয়। স্কুলের বিল্ডিং,মাঠ,শৌচালয় এমন কি বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান সহ সব কিছুরই ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে।অনেক ছাত্রছাত্রী বই না কিনতে পেরে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মহীতোষ বাবু ক্যানিংয়ের বেশ কয়েকজন যুবকের সাথে যুক্ত হয়ে প্রচুর পাঠ্য পুস্তক এনে অভাবের তাড়নায় স্কুল ছেড়ে দেওয়া অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এমন নিঃশব্দ বিপ্লব আজও করে চলেছেন শিক্ষক মহীতোষ দাস। এমন শিক্ষক বিদ্যালয়ে থাকলে দারিদ্রতার অভাবে পড়া বন্ধ হবে না বলে একবাক্যে স্বীকারও করেছেন অভিভাবক মহল। মতো একজন শিক্ষক থাকতে ছাত্রদের পড়াশোনা বন্ধ হবে।এটা হতে পারে না।এমন মাতৃসুলভ কাজ একমাত্র মহীতোষ বাবুর পক্ষেই সম্ভব। জানা গেছে, এখনো বিদ্যালয়ের বিল্ডিংয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। সরকারি সাহায্যের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

সহকারী শিক্ষক জয়ন্ত মন্ডল বলেন, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে এবং বিদ্যালয়ের কোনও মাঠ ছিলনা মহীতোষ বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশাল বড় মাঠ পেয়ে ছাত্রছাত্রী,অভিভাবক মহল যথেষ্ট খুশি। তবে বিদ্যালয়ে আরো কয়েকটি বিল্ডিং হলে ভালো হয়।

অন্যদিকে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি নরেন্দ্র নাথ ভুঁইয়া ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সুবিদ আলি ঢালি বলেন, মহীতোষ বাবু বিদ্যালয়ে আসার দিন থেকেই নানান উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য এলাকায় প্রিয় শিক্ষকের মর্যাদা পেয়ে আসছেন। আমরা ওঁনার মতো এমন নির্ভীক শিক্ষক পেয়ে গর্বিত আনন্দিত এবং আশা করবো আগামী দিনে উনি বিদ্যালয়ের আরো উন্নতি করে উচ্চতার শিখরে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

মহীতোষ বাবু বলেন, সাফল্যের উৎকর্ষতা সবসময়ই ভালো,কিন্তু ধরে রাখাটা খুবই কঠিন।একমাত্র সুশিক্ষায় শিশু,কিশোর ও কিশোরীদের যেমন চেতনার আলো জ্বালিয়ে তাদের মধ্যে এনে দেয় সংযম ও বিকাশিত জীবন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমাদের দেশের সত্যিকারের নাগরিক করে তুলি। সেই কঠিন কাজটা চেষ্টা করেছি নানান সমস্যার মধ্য দিয়ে। এখনও পর্যন্ত মিডডে মিলের ষ্টোররুম,ডাইনিং রুম,নেই। নেই সাইকেল রাখার গ্যারেজ,মিডডে মিলের রান্না ঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি আরো বলেন গোপালকাটা জেলেপাড়া হাইস্কুল কে উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রী বাদ দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ও সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি মিলিয়ে ২২জন সদস্যের এই পরিবার স্কুলের কাজে সহযোগিতা করে চলেছেন। তাই প্রতিদিনই অন্তরমম বিকশিত করো---, এই হৃদয় সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন---,

হে ভারত, ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অঞ্জ---হে আমার তরুণ জীবনের দল তোমারাই তো দেশে দেশে মুক্তির---, আমার মাথা তোমার নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে----।

দাঁইহাটে ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমানের প্রাচীন শহর দাঁইহাটে ঐতিহ্যবাহী রাধামাধব মন্দিরে দুঃসাহসী চুরির ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার

শত শত বাসিন্দা। এই ঘটনায় কাটোয়া থানার পুলিশ একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতকে আদালতের নির্দেশে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ অন্যান্য অভিযুক্তদের সন্ধানে নেমেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দিনকয়েক আগে দাঁইহাট শহরের ১৩ নং ওয়ার্ডের পাতাইহাট এলাকায় সুপ্রাচীন রাধামাধব মন্দিরের বিগ্রহের যাবতীয় সোনা ও রুপার গয়না চুরি হয়ে হয়েছে। দুষ্কৃতীরা গভীর রাতে মন্দিরে ঢুকে সেখানকার সেবাইত সহ অন্যান্যদের ঘরের দরজায় বাইরে থেকে নিঃশব্দে শিকল তুলে দিয়ে বিগ্রহের গয়না ও প্রণামি বাক্স নিয়ে চম্পট দেয়। ভোরের দিকে বিষয়টি মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের নজরে পড়তেই চারিদিকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই এলাকার শত শত বাসিন্দা ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন। তাঁরা অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার সহ চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের জন্য পুলিশ–প্রশাসনের কাছে দাবি জানাতে থাকেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছে, চুরি যাওয়া সামগ্রীর মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ঘটনার পরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ দিনকয়েকের মধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। ধৃতের বাড়ি ওই মন্দির সংলগ্ন এলাকাতেই। আরও কয়েকজনের সন্ধানে জোরদার তল্লাশি জারি রয়েছে। বিভিন্ন এলাকা সূত্রে জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন মন্দিরে হানা দিয়ে বহুমূল্য সামগ্রী চুরি করছে। মাসকয়েক আগে কাটোয়ার শ্রীবাটী গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দিরেও দুঃসাহসী চুরি হয়। অনেকেরই অনুমান, এই দুষ্কৃতীদের পিছনে একটা চক্র কাজ করছে। পুলিশ অবশ্য বিভিন্ন চুরির ঘটনার তদন্তে নামলেও এধরনের অপকর্ম সম্পূর্ণভাবে রুখতে পারেনি। এদিকে, এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের জিজ্ঞাস্য, এই রাজ্য সরকারের আমলে পাড়ায় পাড়ায় সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ হওয়ায় পুলিশি নজরদারি বাড়লেও বিভিন্ন ধরনের দুষ্কর্ম কেন রোখা সম্ভব হচ্ছে না?

সম্প্রীতি সভাকক্ষের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর থানা সংলগ্ন সভাকক্ষ সম্প্রীতির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও প্রমুখ।

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমতলার মতো একটি জনবহুল এলাকায় এই ধরনের একটি সভাকক্ষের প্রয়োজন ছিল। এখানে থানা সমন্বয় কমিটি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা সভা করতে পারবেন। আগামীদিনে এখান থেকেই সিসিটিভির মনিটারিং করা হবে।

দিলীপ মণ্ডল বলেন, তিনি তাঁর বিধায়ক কোটা থেকে এই সভাকক্ষ নির্মাণের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক মানুষ বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিধায়ক তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী কল্যাণ দাস।

শাসক–বিরোধী ওয়ার্মআপে হাওয়া গরম কাটোয়ায়

দেবাশিস রায়, কাটোয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ওয়ার্মআপ শুরু হয়ে গিয়েছে সর্বত্রই। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও রাজনৈতিক র‌্যাডারে এই চিত্র ফুটে উঠছে। জেলার প্রতিটি কোণায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের পাশাপাশি দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছেন বিরোধী দলের নেতাকর্মীরাও। একদা বর্ধমান ছিল সিপিএমের লালদুর্গ। সেসব এখন অতীত। সিপিএমের সেই রাম রাজত্বে থাবা বসিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাপটে এই জেলার একমাত্র পুরসভা থেকেও ক্ষমতাচ্যুত সিপিএম। সপ্তাহ খানেক আগেই দাঁইহাট পুরসভার সিপিএমের পাঁচজন কাউন্সিলর শাসকদলে যোগ দিয়েছেন। নতুন পুরবোর্ড গড়ার পথে তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখেই দাঁইহাট পুরবোর্ড থেকে সিপিএমকে সরিয়ে জেলার পাশাপাশি রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব কার্যত টগবগ করে ফুটছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বামদলগুলির বর্তমানে কোণঠাসা পরিস্থিতি। কংগ্রেসের পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। তারা ইতিউতি টিমটিম করে জ্বলছে। তবে, বিজেপি কিন্তু শাসকদলকে একটা ধাক্কা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা ধারাবাহিকভাবে নানা রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট। সিপিএম সহ বামদলগুলি মাঝেমধ্যে একটু আধটু রাজনৈতিক কর্মসূচি নিলেও তা সাধারণ মানুষের মধ্যে দাগ কাটতে কার্যত ব্যর্থ। আর কংগ্রেসের তো উল্লেখযোগ্য কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। দেখেশুনে মনে হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে সহজে জিততে দেবে না বিজেপি। সেই লক্ষ্যে তারা জোরদার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে। সম্প্রতি, সবং ও নোয়াপাড়া বিধানসভা এবং উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি নিজেদের পালে ভোটব্যাঙ্ক বাড়িয়ে নেওয়ায় তৃণমূল কিছুটা হলেও চিন্তিত বলে রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। এই নির্বাচনী লড়াইয়ে সার্বিকভাবে জয়ী হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের গলার কাঁটা কিন্তু

বিজেপির জনসভা (বাম দিকে), তৃণমূলের জনসভা (ডান দিকে)।

বিজেপি। অন্যদিকে, নিজেদের পালে সমর্থনের হাওয়া অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হওয়ায় বেশ উজ্জীবিত বিজেপির নেতাকর্মী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি'র একের পর এক রাজনৈতিক কর্মসূচি চলছে। ইতিমধ্যেই কাটোয়ার খাজুরডিহি ফুটবল ময়দানে তৃণমূলের পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ প্রমুখ। এরও আগে মঙ্গলকোটে তৃণমূলের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। ৩০ ডিসেম্বর কাটোয়ার মুস্থূলী পাঁচবেড়িয়া হাটতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি দেবু টুডু। অন্যদিকে, বিজেপিও কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। ইতিমধ্যে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, রাজ্য নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাহুল সিনহা প্রমুখের উপস্থিতিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি কাটোয়া ২ নং ব্লকের অগ্রদ্বীপ পঞ্চায়েতের পলাশী গ্রামে বিজেপির প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও তার নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেন।

ইতিমধ্যেই অরাজনৈতিক কর্মসূচিতে এসে কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরের দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে গিয়েছেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা সিপিএম নেতা বিমান বসু। কিন্তু, তারপরও দাঁইহাটে দলের ভাঙন রোধ করতে পারলেন না সিপিএম নেতৃত্ব। মাসখানেকের মধ্যেই দাঁইহাটের পুরবোর্ড হাতছাড়া হল। সিপিএম অবশ্য এর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার অভিযোগ হেনেছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, সিপিএম ও বিজেপির উপর মানুষ বীতশ্রদ্ধ। তাঁরা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে শামিল হওয়ার জন্যই তৃণমূলের পতাকাতলে হাজির হচ্ছেন।

তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন জনসভার রূপ নিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পৈলান : বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন বৃহত্তর জনসভায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। সৌজন্যে অবশ্যই বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের দক্ষ ও সুচারু সংগঠন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি পৈলানের দৌলতপুরের যুব সংঘের মাঠ কানায় কানায় কর্মী সমর্থকরা ভরিয়ে দিয়েছেন। অপূর্ব কারুকাজ শোভিত প্রয়াত তৃণমূল নেতা ইসমাইল পৈলানের নামাঙ্কিত মঞ্চে উপস্থিত জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ তো বলেই ফেললেন– এ যেন রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন। সভার শুরুতে পরিবর্তন ব্যান্ডের গান কর্মী সমর্থকদের মন ভরিয়ে দিয়েছে। বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল তার বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘদিন সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিষ্ণুপুরে তৃণমূলের জমি গড়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন বিষ্ণুপুর অবহেলিত ছিল। লোকে বিষ্ণুপুর বলতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরকে ভাবত। তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বিষ্ণুপুরের সর্বত্র উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার কাজ চলছে। তিনি বলেন, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাড়া ভিত্তিক কমিটি তৈরির কাজ চলছে। সাংসদকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন গত লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার মধ্যে বিষ্ণুপুর

সবচেয়ে বেশি ভোটে লিড দিয়েছিল। আগামী লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন পঞ্চাশ হাজার ভোটে বিষ্ণুপুর লিড দেবে। তার জন্য তিনি সাংসদের কাছে বিষ্ণুপুরবাসীর জন্য বড় কিছু উপহার চেয়ে নেবেন। এম পি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বিষ্ণুপুরে শুরু হয়েছিল, সেই কাপও বিষ্ণুপুর দখলে রেখেছে। দিলীপ মণ্ডল বলেন, গত ১৬ নভেম্বর তিনি ৫০তম বর্ষে পদার্পণ করলেন। মনে করলে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে 'পার্টি' দিতে পারতেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরের তৃণমূল কর্মী সমর্থক নাগরিকরাই তাঁর পরিবার, তাই কর্মী সম্মেলনের নামে তাঁর জন্মদিন উৎসর্গ করলেন।

কর্মী সম্মেলনের প্রধান বক্তা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভোট ও খেলার ময়দানে বিষ্ণুপুর সব সময়ই এগিয়ে থাকে। তিনি বলেন উন্নয়নই হোক আমাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার। সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হতে দেবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা পরিষেবা দিচ্ছেন। মানুষ সুখে শান্তিতে আছে। মোদী বলেছিলেন আচ্ছে দিন আনে বালে, কিন্তু কোথায় সেদিন? নীরব মোদী, ললিত মোদী হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কি করেছে? তিনি বলেন, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি যেন ১টি বুথেও খাতা খুলতে না পারে। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, পুরনো দিনের কর্মীদের অসম্মান করলে নতুনদের দলে জায়গা হবে না। শীঘ্রই আমতলার যানজট সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের কার্যালয়ও শীঘ্রই পৈলানে স্থানান্তরিত করা হবে বলে জানান অভিষেক।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ২৪ ফেব্রুয়ারি – ২ মার্চ, ২০১৮

নয়া নাম নরেন্দ্র নন্দ ঘোষ

গোটা দেশ জুড়ে এখন কেমন যেন গেল গেল রব উঠেছে। ভাবখানা এমন যে বিজেপির শাসনে বোধহয় দেশটা একরকম বিক্রিই হয়ে গেল। বিরোধী রাজনৈতিক নেতা থেকে পাড়ার চায়ের দোকানের টেনিদা সুযোগ বুঝে কপচানো শুরু করেছেন সকলেই। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ঘটনা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় ও অন্যদিকে প্রবল উদ্বেগজনকও বটে। কিন্তু তাই বলে সবাইকে ছেড়ে যেভাবে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ও তাঁর মাথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে টার্গেট করা হচ্ছে তা কি আদৌ সমীচিন। আর 'চোরের মায়ের মায়ের বড় গলা'র মতো সেসব রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব বা দলকেই চিল–চিৎকার জুড়তে দেখা যাচ্ছে যাদের আপাদমস্তক সবকিছুই দুর্নীতির পুরু স্তরে ঢেকে রয়েছে। অথচ সামান্য সুযোগ পেয়ে তাঁরা এমন ভাব করছেন যে তাঁরা থাকলে কখনই এসব কাণ্ড ঘটত না। ভাবলে অবাক লাগে, যাদের আমলে বফর্স, কামান কেলেঙ্কারি, ২–জি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ, চিনি কেলেঙ্কারির মতো লাখো লাখো ঘোটালা হয়েছে তারাই এখন সব থেকে বেশি সোচ্চার। সামপ্রতিক ঘটনার সমালোচনা অবশ্যই করা হোক। পাশাপাশি, যুক্তি দিয়ে দেখা হোক এখানে প্রধানমন্ত্রীর কি ভূমিকা বা আদৌ কী তিনি দোষী? সফরকারী দলে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যদি কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর ছবি ফ্রেমবন্দী হয় তাহলে কি ধরে নিতে হবে প্রধানমন্ত্রী এদের সমর্থক। আরে বাবা দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে বড় বড় পদে থাকা মানুষজনের সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা যায় বহু মানুষকেই। তার মানে কি তাদের অপকর্মের মদতদাতা হয়ে যেতে হবে এই শীর্ষব্যক্তিদের।

তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেউ কোনও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেননি। আপাদমস্তক সৎ একজন ব্যাক্তির সঙ্গে কবে কোন দুষ্ট লোকের ছবি উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে এভাবে আক্রমণ শানাতে হবে। এরকম দুষ্টু লোকেদের সঙ্গে কার ছবি এক ফ্রেমে ধরা পড়েনি বলুন তো? এই যে আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তার সঙ্গে তো এক কয়লা মাফিয়ার ছবি দেখা গিয়েছিল এক ফ্রেমে। তা বলে কি বলতে হবে বুদ্ধদেববাবু অসৎ। না কখনই নন। তাঁর অজান্তে এই ছবিটা উঠে গিয়েছে। একইভাবে দেশে একরকম মৌরসিপাট্টা চালানো একটি পরিবারের বিরুদ্ধে তো নেতাজি সুভাষের দেশমুক্তির জন্য তিলে তিলে জমানো সম্পদ লুঠের অভিযোগ উঠেছে। কামান–কফিন কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দল। কই তাদের বিরুদ্ধে তো কাউকে গর্জন করতে দেখা যাচ্ছে না। যত দোষ খালি নন্দ ঘোষ। এটা কি করে ভুলে যাচ্ছেন এই প্রধানমন্ত্রীর আমলেই নোটবন্দী, জিএসটি ও তিন তালাক প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই ত্র্যহস্পর্শে মুখরিত হয়েছে গোটা দেশ। অথচ এক চিটিংবাজের সঙ্গে ছবির সূত্র ধরে রাতারাতি যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে বদনামের চেষ্টা হচ্ছে তা মোটেই দেশের ভাবমূর্তির পক্ষে মানানসই নয়।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সেও লজ্জিত হইল, শেষে আমতা আমতা করিতে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, আপনি এরূপ পোশাক পরিয়াছেন কেন?' এই সকল ব্যক্তির সহানুভূতি তাঁহাদের মাতৃভাষা ও নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ–দুর্বল জাতির উপর সবল জাতি যে সকল অত্যাচার করে, সেগুলির অধিকাংশেরই কারণ এই কুসংস্কার সঞ্জাত। ইহা দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের সৌহার্দ্য নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–আমি তাঁহার মতো পোশাক পরি না কেন, আমার বেশের জন্যে আমরা সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে চাহিলেন, তিনি হয়তো খুব ভাল লোক, হয়তো তিনি সন্তানবৎসল পিতা ও একজন সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু যখনই তিনি ভিন্নবেশ পরিহিত তাহাকেও দেখিলেন, তখনই তাঁহার স্বাভাবিক

সহৃদয়তা লুপ্ত হইয়া গেল। সকল দেশেই আগন্তুক দিশীদের শোষণ করা হয়, কারণ তাহারা যে জানে না, নতুন অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এইজন্য তাহারাও ওই দেশের লোকদের সম্বন্ধে একটা ভুলধারণা লইয়া যায়। নিজেদের দেশে ঐরূপ করিবার কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় চীনারা ইউরোপীয় ও মার্কিনগণকে বিদেশী শয়তান বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জীবনের ভাল দিকগুলি দেখিলে তাহারা এরূপ বলিতে পারিত না।

সুতরাং একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যেন অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি। যেন অপর জাতির আচার ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে না যাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমাকে জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সমগ্র জগৎ কখনো আমার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবে না। অতএব দেখিতেছি, পরিবেশ অনুসারে আমাদের কর্তব্যের ধারা পরিবর্তিত হয়, কোন বিশেষ সময়ে যাহা আমাদের কর্তব্য, তাহা করাই এ জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম।

ফেসবুক বার্তা

২১শে ফেব্রুয়ারির পুরনো এক আবেগঘন মুহূর্ত ফেসবুকের জানালায়।

লাগল হরির লুঠের বাজার লুটে নেরে তোরা...

নির্মল গোস্বামী

এক ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ের গহনা কিনবে বলে বাজারের দোকানে দোকানে ঘুরছে। এমন দোকানে যাবে যাতে ঠকে না যায়। এ দোকান সে দোকান ঘুরতে ঘুরতে দেখল একটা দোকানের সামনে হাতে জপের মালা, গলায় তুলসী, ললাটে তিলক চর্চিত ব্যক্তি আসুন আসুন বলে অভ্যর্থনা করলেন। খরিদ্দার ভাবল পরম বৈষ্ণব। এখানেই ঠকার সম্ভাবনা কম মনে করে ঢুকে গেল।

কর্মচারিদের মধ্যে একজন খরিদ্দারকে দেখে বলে উঠল কেশব কেশব। আর একজন বলল মাধব মাধব। আর একজন বলল হরি হরি। গদিতে দোকানের মালিক বসেছিলেন তিনি বললেন হর হর। খরিদ্দার এই সব শুনে খুশি মনে ভারি ভারি গহনা কিনে বাড়ি ফিরল। আসলে সে ভাল রকম ঠকল। এরা লোক বুঝে ঠকানোর একটি সংগঠিত চক্র ছিল। বাইরের সাজ লোক ভোলানোর জন্য। কর্মচারিদের মধ্যে যিনি বললেন কেশব কেশব– আসলে জানতে চাইল চালাক লোক না বোকা লোক? একজন উত্তরে বললেন মাধব মাধব। অর্থাৎ বোকা লোক। আর একজন কর্মচারি উত্তরে বললেন মাধব মাধব। অর্থাৎ বোকা লোক। আর একজন কর্মচারি জিজ্ঞাসা করল হরি হরি অর্থাৎ চুরি কর? তখন মালিক গদি থেকে বললেন হর হর। মানে চুরি কর।

আবার চুরি হল ভারতের রাজকোষে। বারবার চুরি হচ্ছে। অথচ চোর ধরা পড়া দূরের কথা, তারা সহজেই দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। প্রথমে ললিত মোদী, বিজয় মালিয়া তারপর নীরব মোদী। আরও কত আছে তা জানা নেই। কারণ সমালোচকরা বলছেন যে রান্নাঘরে কি একটা আরশোলাই থাকে? কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করে বলেছেন যে আজ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের যত টাকা শিল্পপতিরা মেরে রেখেছে তা দিয়ে ভারতবর্ষে পরপর আটটা বাজেট পেশ করা চলত। টাকার পরিমাণটা আর বললাম না এইজন্য যে সেই অঙ্কটা শুনেও আমাদের ধারণায় তা ধরা দেবে না। আমরা বড় জোর লাখ ছাড়িয়ে কোটি পর্যন্ত ধারণা করতে পারি। তার বেশি চিন্তা করতে গেলেই মাথা গুলিয়ে যাবে। যাই হোক এই যে বিপুল পরিমাণের টাকা ভারতের রাজকোষ থেকে প্রতি নিয়তই চুরি হচ্ছে তার প্রধান মাধ্যম হল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক গুলি। যেখানে দেশের আপামর মানুষের টাকা গচ্ছিত থাকে। কারণ বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্তল হল সরকারি ব্যাঙ্ক। এই সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কের অভিভাবক হল ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তার উপরে আছে ভারতের অর্থমন্ত্রক ও অর্থমন্ত্রী। আর সবার উপরে আছে প্রধানমন্ত্রীসহ ভারতের মন্ত্রিসভা। তারাই দেশের অর্থনীতি থেকে সব কিছুর পরিচালক। এতো আস্থাশীল সংস্থা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ হাজার কোটি টাকা ভারতের কোষাগার থেকে চুরি হয় কেমন করে? আমরা সকলেই ওই সোনা দোকানের খরিদ্দারের মতো। মালিক এবং কর্মচারিগণ মিলে যেমন খদ্দের ঠকানোর ব্যবসা চালাচ্ছিল, ঠিক তেমনি ভাবে ব্যাঙ্ক নামক দোকান খুলে সরকার, শিল্পপতি, ক্ষমতাধর নেতারা মিলে আমাদের দেশের পয়সা লুঠ করে কারবার খুলে বসেছে বলে মনে হয়। এই যে ভারতবর্ষ নামে আধুনিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের সংবিধান আইন আদালত সরকার, পুলিশ প্রশাসন এ সবই ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে শোষণ করার একটা সচল যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সবই লোক দেখানো। সুমনের গানের মতো 'সব আমাদের জন্যে'–। ওই খরিদ্দারের মতো আমরাও ঠকছি। মালা তিলকধারী দেখে গল্পের ব্যক্তিটি যেমন ভুল বুঝেছিল আমরাও ভুল বুঝলাম। একজন বললেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নন, মানুষের সেবক। ভারতের খাজানার চৌকিদার। আমিও খাব না কাউকে খেতেও দেব না।

ভারতের টাকা যা বিদেশে পাচার হয়েছে তা সব পাই পয়সা ফিরিয়ে আনব।

আমরা বড্ড বোকা তা বোঝা যায় কত সহজে আমরা চৌকিদারকে বিশ্বাস করেছিলাম। হাজার হাজার কোটি টাকা গায়েব করে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে আর চৌকিদার বসে বসে দেখছে। সেই চোরদের আবার সাহায্যে এগিয়ে যেতে দেখা গেল আমাদের বিদেশমন্ত্রীকে। তিনি এতো সৎ যে চোরেরা তাঁর সঙ্গে এক ফ্রেমে ছবি তুলছে। আসলে তারা জানে যে দিন কতক হৈচৈ হবে তারপর সব থেমে যাবে। যেমন কংগ্রেস সরকারের কেলেঙ্কারির কথা আর কেউ বলে না। টুজি দেখলাম, খনি লিজ, এশিয়ান গেম ইত্যাদি নিয়ে মিডিয়া আর মাথা ঘামায় না। জনগণও ভুলে গিয়ে আবার সেই রাহুল গান্ধির কংগ্রেসকে ভোট দিচ্ছে। নীরব মোদীতে মোদী নীরব। তিনি জানেন যে জনগণ সব একদিন ভুলে যাবে। ঠিক যেমন এই বঙ্গের জগনণ ভুলে গিয়েছে প্রায় দু হাজার কোটি টাকা জনগণের মেরে দেওয়ার কথা। সারদা–রোজভ্যালি কাদের মদতে এই বিশাল লুঠ করল, পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে কোনও দলের প্রশ্রয়ে এদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তা জেনেও মানুষ তাদের ভোট দেয়। মানুষ শোক ভুলে আর এক সাদামাটা নেত্রীকে আমাদের লোক ভেবে বিশ্বাস করল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর সরকারের উচ্চ পদস্থ পুলিশ তোলা তুলেছে। নির্বাচন কমিশন যে এস পিকে ভোটের আগে সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকেই আবার ভোটের পরে মুখ্যমন্ত্রী জনগণের বন্ধু বলে স্বপদে বহাল রাখল। এখন শোনা যাচ্ছে ২৭০ কেজি সোনা লুঠ করেছে ভারতী ঘোষ। তদন্ত হচ্ছে এবং হবে। মোদীও বলেছে তদন্ত হবে। সবই তো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তদন্ত হয়। অথচ চুরি–লুঠ–জালিয়াতি ঠেকাবার জন্য কত আমলা–সেপাই সান্ত্রীরা সব ঘুমিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ২২টা জেলায় ২২টা এস পি শুধু একটা জেলার এসপি তোলাবাজ হল আর সব ধোয়া তুলসী পাতা এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? যা সামনে আসে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র জলের তলায় অনেকটাই ঢাকা যাবে। শাসনে যেই থাক– শাসকের রং যাই হোক– লুঠের রাজত্বের অবসান নেই। ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৪০টা ঘোটালা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ২০ লাখ কোটি টাকা।

এখন প্রশ্ন হল এই যে এতো লুঠ আমরা সহ্য করছি কি করে? সহ্য করার ডিএনএ আছে আমাদের রক্তে। সেই জন্যই আমরা মুখ বুঝে এই লুঠ সহ্য করছি। যদি আমরা ইতিহাসের কাল থেকে বিচার করতে বসি তা হলে দেখা যাবে মহম্মদ ঘোরীকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারিনি। তিনি অবাধে লুঠ করেছে। আমরা নাদির শাহকে বাধা দিতে পারিনি। একবার নয় সাতবার তিনি সোমনাথ লুন্ঠন করে ৭০০ মন সোনা নিয়ে ফিরে গিয়েছে। এমন কি খঞ্জ তৈমুরকেও আমরা লুঠ থেকে বিরত করার মতো শক্তি অর্জন করতে পারিনি। ফলে আমরা অবাধে নির্বিচারে বারবার লুণ্ঠিত হয়েছি। তারও আগে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সামনেও ভারতীয় রাজারা নত শিরে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল শক্তিহীনতার জন্য। সকলেই ভারতবর্ষকে লুঠ করতে এসেছিল তার মধ্যে কেউ কেউ ভাবল হাতি ঘোড়ার পিঠে করে কত আর ধনরত্ন নিয়ে যাবো! তার থেকে এখানে বসবাস করে বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পাঠান মোঘলরা তাই করেছে। চড় মেরে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে এই দেশে উপনিবেশ করেছে। আয়েস করেছে, শাসন করেছে শোষণ করেছে প্রয়োজন মতো। তারা শোষণ করার জন্য এদেশের লোকেদেরই নিয়োগ করেছিল রাজকার্যে। মগ দস্যুরা দিন দুপুরে গ্রাম থেকে শুধু ধনরত্ন নয় নারী পুরুষদের লুঠ করে নিয়ে যেতো ইউরোপে দাসের হাটে বিক্রি করার জন্য। তারপর এলো ইংরেজরা। তারাও এদেসে ব্যবসার মাধ্যমে লুঠ করতে এসে উপনিবেশ করে স্থায়ী লুঠের বন্দোবস্ত করে ছিল। প্রায় ২০০ ব্যবসার মাধ্যমে লুঠ করতে এসে উপনিবেশ করে স্থায়ী লুঠের বন্দোবস্ত করে ছিল। প্রায় ২০০ বছর ধরে চলেছিল সেই লুঠতরাজ। আর সেই লুঠতরাজের পথে বাধা এলেই চলত অত্যাচার শাসন। আর এই শাসনের শোষণের যন্ত্রটাকে সচল রেখেছিল আমাদের দেশেরই কিছু স্বার্থপর লোকের সহায়তায়। তারপর একসময় পরিস্থিতির চাপে ভারতকে দু টুকরো করে স্বার্থপর লোকের সহায়তায়। তারপর একসময় পরিস্থিতির চাপে ভারতকে দু টুকরো করে ভারত ছেড়ে চলে গেল। আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারিনি। তাই এদেশের রাজা জমিদার যারা দীর্ঘদিন ইংরেজদের অধীনে থেকে এদেশকে শাসন করেছে– সেই শ্রেণির প্রতিনিধিদের হাতে ভারতবর্ষের ক্ষমতা গেল।

তারা লাগাম ছাড়া লুঠের রাজত্ব কায়েম করল। আমাদের একটা করে ভোটদানের অধিকার দিয়ে লুঠের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিল। ব্যবসায়ীরা ভেজাল খাইয়ে লুঠ করছে– দুধে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল। প্রতিনিয়ত আমাদের আয়ু লুঠ করছে। কলকারখানার ধোঁয়ায় বায়ুতে বিষ, জলে বিষ মিশিয়ে আমাদের স্বাস্থ্য লুঠ করছে। শিক্ষা, চিকিৎসার নামে কোটি কোটি টাকা লুঠ করছে লুঠেরারা। এরপর প্রতিবার ভোটের সময় নেতারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের বিশ্বাস লুঠ করছে। দীর্ঘদিন ধরে সেই প্রাগঐতিহাসিক কাল থেকে দেশি বিদেশি লুঠেরাদের মুক্ত ক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ। সেখানে হিরে ব্যবসায়ী কিংবা রাজনীতির কারবারী যেই লুঠ করুক কেবলি মনে ওই উপরের উক্ত গল্পটার কথা। ভারতের জগনণ সেই বেচারী বোকা ক্রেতা আর ওরা সকলে তিলকধারী ব্যবসায়ী হরির নামে লুঠের বাজারে লুঠতে নেমেছে।

রাজ্যে গেরুয়া প্রভাব বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার রাজনীতির একটা নিজস্ব ধারা আছে যা অন্য রাজ্যের সাথে তুলনা করা যাবে না। একসময় ৩৪ বছরের বাম আমলে ছিল বৈজ্ঞানিক উপায়ে রিগিং আর এখন তৃণমূল জমানায় হয়েছে বুথ দখল করে বিরোধী দলের এজেন্টকে মারধর, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক দাদাগিরি তার সাথে ব্যাপক ছাপ্পা, জাল ভোট প্রভৃতি স্থুল প্রক্রিয়ায় বিপুল ভোটে প্রার্থীকে জয়যুক্ত করা। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন নির্বাচনের সময় শাসক দলকে যেভাবে খোলাখুলি মদত দেয় তা বোধ হয় কোন রাজ্যেই দেখা যায়না,এর ফলে মানুষের প্রকৃত রায় ভোটের ফলাফলে দেখা যায় না। সব রাজনৈতিক খবরদারি দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে সেভাবে প্রকাশ পায় না। উলুবেড়িয়া লোকসভা উপনির্বাচনে বি জে পি র ভোট বেড়েছে ৬০০ শতাংশ আর নোয়াপাড়া বিধানসভায় উপনির্বাচনে বি জে পি র ভোট বেড়েছে ৪০০ শতাংশ।উলুবেড়িয়ায় বি জে পি প্রার্থী অনুপম মল্লিক ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ভোট পেয়েছে যেখানে ২০০৯ সালে ওই কেন্দ্রে বি জে পি ভোট পেয়েছিল মাত্র ৪২৪৪৩ টি অর্থাৎ শতাংশ হিসাবে বাড়তি ভোট প্রায় ৬০০ শতাংশ। উপনির্বাচনে উলুবেড়িয়ায় তৃণমূলদলের বিপুল ভোট বাড়ার প্রধান কারণ বামপন্থীদের বরাবরের সমর্থন করা মুসলিম ভোটের একটা বড় অংশই এবার লোকসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের ঝুলিতে পড়েছে। বি জে পি র এই অস্বাভাবিক ভোট বৃদ্ধি এবং সিপিএম এর ক্রমাগত শক্তিক্ষয় তৃণমূল দলকে চিন্তায় ফেলেছে। কেননা বিরোধী ভোট ভাগাভাগি না হলে আগামীদিনে তৃণমূলের জেতা এত সহজ হবেনা। বিজেপি র নোয়াপাড়া বিধানসভার এবারের প্রার্থী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে খোলাখুলিভাবে এইসব রাজনৈতিক কথাবার্তা হচ্ছিল। ব্যারাকপুর এবং তার আশেপাশের অঞ্চল একসময় লাল দূর্গ বলে পরিচিত ছিল। এখন অবশ্য তৃণমূল দলের গড় বলে স্বীকৃত। ২৪ পরগনার এই অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বি জে পি র প্রভাব লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে। বিজেপির ভোট গতবারের বিধানসভার ফলাফলের শতাংশ হিসাবে ১১% থেকে বেড়ে ২৩% হয়েছে। সেখানে কংগ্রেস আর বামপন্থীদের ভোট গতবারের তুলনায় অনেকখানি কমে গেছে আর এলাকায় বামপন্থীদের পরিচিত মুখ তৃণমূলে চলে যাওয়ায় সিপিএম এর এখন স্থানীয় স্তরে সংগঠন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবাঙালি অধ্যুষিত বিজেপি সমর্থকদের এলাকা যেমন ৮,১৭,২১,২২ প্রভ‘তি বুথগুলিতে ১০০৪,১০০৫ প্রভ‘তি মোট ভোটের মধ্যে তৃণমূল দলের প্রাপ্ত ভোট ৯৮৯, ৯৬৭ যা এলাকার বাসিন্দাদের কাছে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বুথওয়ারী হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে যদি সঠিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হোত তাহলে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৩০০০০ থেকে ৩৫০০০ হাজার ভোট আরো বাড়ত এবং স্বাভাবিক ফলাফল হিসাব করলে যা বিজেপি প্রার্থী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। এই রাজ্যের ভোটাররা শান্তিপূর্ণ ভোট চায় আর ঘন ঘন রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন ঘটিয়ে শাসন ক্ষমতায় এনে রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা

বাড়াতে চায়না। কিন্তু রাজ্যে জোর করে বুথ দখলের দীর্ঘদিনের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলানোর নয়। এখানকার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে তা দেখে অভ্যস্ত।রাজ্যের যুবশক্তির কর্মসংস্থানের অভাব, অপশাসন, রাজনৈতিক দুর্নীতি, দলবাজী, স্বজনপোষণ এই সব নানা কারণে রাজ্যের জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করায় দোর্দন্ড প্রতাপ বামদলকে ক্ষমতার সিংহাসন থেকে চলে যেতে হয়েছিল।যদিও প্রতিষ্ঠান বিরোধী এই হাওয়া আসতে দীর্ঘ ৩৪ বছর সময় নিয়েছিল।

রাজ্যে অপশাসন আর অনুন্নয়নের কারণে বিরোধী দল একজোট হয়ে চাইকি কংগ্রেস ও বিজেপি স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূলকে শাসন ক্ষমতায় বসাতে পেরেছিল। কিন্তু পরিবর্তনের জমানায় সেই অর্থে গত ৬ বছরে এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ সেভাবে গড়ে উঠল না। রাজ্যে দেনার পরিমাণ বামপন্থীদের রেখে যাওয়া ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা থেকে তৃণমূল আমলে বেড়ে প্রায় ৩ লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটিতে এসে ঠেকেছে। চারিদিকে নানা নৈরাজ্য এই রাজ্যটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক সভায় যা এখন রাজনৈতিক সভায় পরিণত হয়েছে তাতে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া রাজ্যবাসীর কতটা উপকার হচ্ছে বা কেন্দ্রর মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে। এর থেকে ভাল নয় কি কেন্দ্রের সাথে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক দাবিগুলি অন্যান্য রাজ্যের মত কেন্দ্রের কাছে আদায় করে নিয়ে আসা। একে তো এই রাজ্যে কোনও কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছেনা। তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কি রেল, ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসের শূন্যপদগুলি ভিন রাজ্যের যুবক, যুবতীরা এসে দখল করে নিচ্ছে।

আর হবে নাই বা কেন শিক্ষার মান অতিরিক্ত রাজনীতির প্রভাবে তলানিতে এসে ঠেকেছে এবং পড়াশুনা না করা ফেল করা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীদের রাজনৈতিক কারণে পাশ করিয়ে দিতে হচ্ছে। যা সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের পড়ুয়াদের বিপর্যয় ডেকে আনবে। সব থেকে মজার বিষয় ভোটের স্বার্থে বিরোধী দলগুলো সব চুপ করে আছে। কংগ্রেস দলটি এই রাজ্যে ধীরে ধীরে সাইন বোর্ডে পরিণত হয়েছে। অতিরিক্ত সংখ্যালঘু তোষণের জন্য হিন্দু ভোট কিন্তু বিজেপির দিকে সংগঠিত হচ্ছে। ভোটের রাজনীতিতে মেরুকরণের একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেটা কিন্তু রাজ্যের পক্ষে আগামীদিনে বিপদজনক সঙ্কেত। পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বাড়বে।

এরপর ত্রিপুরার ফল বিজেপির দিকে গেলে বিজেপির দলীয় সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং রাজ্যে বামদলের যা এখনও অবশিষ্ট সংগঠন আছে তাও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।এটা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে দীর্ঘ কংগ্রেসী আমল থেকে এই রাজ্য কেন্দ্রীয় বঞ্চনার স্বীকার হয়ে আসছে যা এবারের বাজেটেও ব্যতিক্রম হয়নি। অথচ এবার সাধারণ ও রেল বাজেট একত্রিত হওয়া এবং রেলে কোন আঞ্চলিক দলের প্রতিনিধিত্ব না থাকার জন্য এই রাজ্যের রেলের চালু প্রকল্পগুলিকে বাজেটে অনুদান দিলে বিজেপির পক্ষে লাভই হোত। দেশে মুম্বই এর পর এই রাজ্যে বেশি লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করে। বিনা টিকিটে যাত্রী প্রায় দেখাই যায়না ফলে রেলের টিকিট বিক্রি বাবদ আয় বাড়ার কথা। রেলে বর্তমান সুরক্ষার এবং শিয়ালদহ মেন লাইনে অর্থ বরাদ্দ করে প্ল্যাটফর্মগুলিকে সংস্কার করে ১২ বগি উপযুক্ত করে এবং অধিক সংখ্যায় লোকাল ট্রেন চালালে যাত্রীরা রেলবাজেটের কিছুটা সুফল পেতে পারত। পূর্ব রেলের আধিকারিকদের সন্ধ্যেবেলায় শিয়ালদা স্টেশনে যাতায়াত করা নিত্যযাত্রীদের প্রতিদিনের দুর্ভোগ চোখে দেখা দরকার। মুখ্যমন্ত্রী ভালই বোঝেন গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি বা মেরামতের দিকে নজর না দিলে পঞ্চায়েত ভোট পওয়া যাবেনা সেখানে রেল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান হওয়ার সুবাদে কোন রকম রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব না করে পরিষেবা উন্নতি করলে বি জে পি র ভোট বাড়বে এই সরল অঙ্কটা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন বোঝে না, সকলের মনে প্রশ্ন জাগে বিশেষ করে যখন গুজরাট,রাজস্থান গোয়া প্রভৃতি রাজ্যে বিজেপির জনসমর্থনের গ্রাফ যেখানে নিম্নমুখী।

হুঙ্কার কমবে না সিপিএমের

সুজয় সাধুখাঁ : গদি গিয়েছে আজ ৬ বছর হল। সেই ট্রমা বোধহয় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না সিপিএম। একের পর এক পরাজয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসে বোধহয় হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে সিপিএম নেতাদের। বামেদের আস্থা এখন প্রদীপের পোড়া সলতের মতো। আগুন হারিয়েছে কিন্তু পুরোপুরি নিভবে না। সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। আবারও বিধানসভা ভোটের মতো কংগ্রেসের সাথে হাত মেলাবে নাকি, একা লড়বে তাও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগঠনকে কোমর বেঁধে নামতে পরামর্শ দিয়েছেন। যাতে সব ভোট তাদের ঝুলিতে যায়। আবার উল্টোদিকে সম্প্রতি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা বিজেপি ও উপনির্বাচনগুলোতে ভাল ফল করে পাখির চোখ করছে এ রাজ্যে। মুকুল রায়কে বগলদাবা করে বিজেপি একটু হলেও অক্সিজেন জোগাচ্ছে এখন দলের অন্দরে। তবে সিপিএমকে ভোট ময়দানে আর সেইভাবে চাঁচাছোলা ভাষায় উচ্চবাচ্চও করতে দেখা যাচ্ছে না। মাঠে, ঘাটে সভা করে লোক টানছে বটে মিডিয়ায় ক্যামেরার সামনে তবে ভোটবাক্সে তার কোনও ছাপ সেইভাবে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে না। তাই পলিটব্যুরো থেকে শুরু করে রাজ্য, কেন্দ্র, পার্টি কংগ্রেসে জোর তরজা শুরু হয়েছে তাদের সংগঠনের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

রাজ্যে মমতার সরকারের বিরুদ্ধে এখনও সেই একই সারদা, নারদার মতো চিটফান্ড কাণ্ড নিয়ে ক্যাসেট আউরিয়ে যাচ্ছে সিপিএম। কিন্তু কুপোকাত করতে পারছে না। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে তাদের কি স্লোগান জানার জন্য ফোনে ধরলাম বিরোধী দলনেতা সুজন চক্রবর্তীকে। প্রশ্নও করলাম। বিজেপির দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসাকে কি বলবেন? ওপারের কন্ঠে ঝাঁঝিয়ে বললেন, এ তো তৃণমূল–বিজেপির আঁতাত। তৃণমূল চায় বিজেপি উঠে আসুক দ্বিতীয় স্থানে। যেখানে ভোট লুঠ হচ্ছে সেখানে লিড করছে তৃণমূল। তাহলে ছাপ্পা ভোট বিজেপির ঘরে ঢুকছে কিভাবে? আপনারা এবারের পঞ্চায়েত ভোটে সাধারণ মানুষের সামনে কি কি বিষয় তুলে ধরবেন? সুজনের জবাব, লুটেরাদের হাত থেকে ভোট রক্ষা করতে হবে। গ্রামের মানুষের নিজেদের অধিকার তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে আপনাদের ভরাডুবি নিয়ে কি বলবেন? এটা মানুষের ব্যাপার। আর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের হাত কি আবারও ধরবেন? উত্তর এড়িয়ে শুধু জানালেন আপনারা পরে জানতে পারবেন।

অপরদিকে সিপিএমের অন্দরে কান পাতলে এখন প্রকাশ কারাত আর সীতারাম ইয়েচুরি শিবিরের দ্বন্দ্ব নিয়ে নানা কানাঘুষো গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেসের সাথে যে আর কোনও সমঝোতা নয় তা আগেই পার্টি কংগ্রেসে জানিয়ে দিয়েছে কারাত শিবির। কিন্তু বঙ্গ সিপিএম একছত্রে যে আবার কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা করতে চায় তারও ইচ্ছা প্রকাশ করছে অনেক বামপন্থী নেতারা। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট ও আর বেশি দেরি নেই। যখন দিল্লিতে সব বিরোধী দলগুলি এক ছাতার তলায় এসে মোদী বিরোধী জেহাদ ঘোষণা করছে তাতেও ক্ষান্ত থাকছে সিপিএম। প্রকাশ কারাট শিবিরের রাজনৈতিক লবির জন্য রাজ্যসভায় দ্বিতীয় বারের জন্য সাংসদ হয়ে পৌঁছতে পারেনি ইয়েচুরি। তাই আক্ষেপের সুরে তরুণ থেকে প্রবীণ নেতারা স্বীকার করছে ইয়েচুরিকে হারিয়ে তারা রাজ্যসভায় নিজেদের গলায় স্বর অনেকটাই ঝলসেছে। আবার কেউ কেউ মনে করছে সিপিএমের এই ঘরোয়া রাজনীতির জন্য আজ তারা নিজেদের অস্ত্রেই নিজেরা বধ হয়ে সাধারণ মানুষদের কাছে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।

পাশাপশি বিরোধী দলনেত্রী হিসাবে রাজধানীর বুকে বেশ এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মমতা। তাই কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া থেকে শুরু করে অখিলেশ যাদব, লালু, শিবসেনাদের মতো রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা তৃণমূল নেত্রীকে সামনে রেখে মোদী বিরোধী আন্দোলনে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে। দিল্লিতে মোদী বিরোধী সব মঞ্চে নিজে না যেতে পারলেও কোন না কোনও সাংসদ পাঠাচ্ছে মমতা। তবে বাংলায় লোকসভা ভোটে মমতা কংগ্রেসের সাথে জোট করবে কিনা (নেত্রীর যুক্তি দিল্লিতে দোস্তি আর বাংলায় কুস্তি করা সম্ভব নয়। যেমন বামেরা করে ভুল বার্তা গেছে সব মানুষের মধ্যে) আবার সিপিএম মমতা আর সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে (যদি জোট হয়) নিজেদের সামিল করবে কিনা তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সিপিএমের অন্তরের এই বুনো রাজনীতি বাংলার সাধারণ মানুষ হাড়ে হাড়ে চেনে। ভোটের বাদ্যি বেজে গেলেও তাদের বোধহয় হয় না কোনও ইস্যু নিয়ে সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছবে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে যে নেতারা রাজনীতি খেলছে তার ফল হাতে নাতে পেয়ে রাজ্যপাট গিয়েছে। আর অতীতের শিক্ষা না নিয়ে যদি আবারও কোনও রাজনীতি করতে চায় (গদি হারাবার দুঃখ) তাহলে বাংলার বুকে তাদের কফিনের শেষ পেরেক এবার কাস্তে হাতুড়ি দিয়ে মারবে সাধারণ মানুষ।

বীরভূম

বিবাহে গররাজি, গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১২ সাল থেকে এক ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। সামাজিক বিবাহের কথা বলায় ছন্দপতন ঘটে। ঘটনাস্থল লাউজোড় গ্রাম। অভিযুক্ত ভবানীপ্রসাদ মালি চন্দ্রপুর থানার সিভিক ভলান্টিয়ার। প্রথমে দুই লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠে ভবানীপ্রসাদের বিরুদ্ধে। বিয়ের কথা বললে আরো পাঁচ লক্ষ টাকা,পাঁচ ভরি সোনার গয়না চাওয়ার অভিযোগ ওঠে ভবানীপ্রসাদের বিরুদ্ধে। ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। ১৭ ফেব্রুয়ারি সিউড়ি আদালতে অভিযুক্ত ভবানীপ্রসাদ মালিকে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

নির্মল বীরভূমের সাইকেল র‍্যালি

অভীক মিত্র : মিশন নির্মল বীরভূমের অংশ হিসাবে ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে সিউড়ি–২ নং ব্লকের বনশঙ্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের তাহালা বাসস্ট্যান্ড থেকে সিউড়ি পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালি হয়। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি–২ নং ব্লক বিডিও বিকাশ মজুমদার, জয়েন্ট বিডিও নয়নতারা রক্ষিত, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সফিউর রহমান, বনশঙ্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সজিকিউটিভ অফিসার সুবীরকুমার সাহা, সচিব বেলাল সরকার। সচিব বেলাল সরকার বলেন, 'মিশন নির্মল বাংলার সফলতা উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালি ও ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে। তারই অংশ হিসাবে সিউড়ি–২ নং ব্লক প্রশাসন সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করেছে।' ১৭ ফেব্রুয়ারি নির্মলতার লক্ষ্যে সিউড়িতে সাইকেল র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় দুবরাজপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায় ইসিএল কর্মী খোকন হাজরা (৫৬)। বাড়ি দুবরাজপুরের লালবাজারে। স্টেশনে ট্রেন কম সময় দাঁড়ানোয় এই বিপত্তি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

কলেজে নবীনবরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজনগর মহাবিদ্যালয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক–অধ্যাপিকাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক কৌশিক সিনহা, রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু। কলেজ চত্বরে বৃক্ষরোপণ করা হয়। মহকুমাশাসক বলেন, 'এখানে এসে ভালো লাগছে। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক দেখে আমার ভালো লেগেছে।'

রাজনগরে রাস্তা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজনগর ব্লকের গুলালগাছি গ্রাম থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের বান্দি পর্যন্ত পাকা রাস্তার উদ্বোধন করেন সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক কৌশিক সিনহা। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র, পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ৮.১৭ কিমি রাস্তার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। রাস্তাটি হবে পদমপুর থেকে বান্দি পর্যন্ত।

ট্রাক্টরকে ধাক্কা মালগাড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাঁশলৈই এবং রাজগ্রাম স্টেশনের মাঝে মাকুয়া গ্রামে রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা বিকল বালিবোঝাই ট্রাক্টরকে ধাক্কা মারে একটি মালগাড়ি। ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকুড়, নগরনবী, মুরারই, রাজগ্রাম সহ বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ইন্টারসিটি, পদাতিক এক্সপ্রেস, বর্ধমান–সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার। আসেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। রেলগেটের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। নটার পরে স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল।

শিশু মৃত্যু, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ ফেব্রুয়ারি অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে খিচুড়ি আনার সময় নলহাটি থানার সারথা গ্রামে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় চার বছরের অরূপ লেট। স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখায়। ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে ৬০ নং জাতীয় সড়কের চন্দ্রভাগা ব্রিজে লরি অটো সংঘর্ষে জখম হয়ে তিনজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আত্মঘাতী তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকালে নিজের বাড়ি থেকে সিউড়ি পুরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলু দাসের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা করেছে বলে অনুমান। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বর্তমান। কংগ্রেসের টিকিটে জিতে পড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিল বাবলু দাস।

গ্রেফতার প্রাথমিক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানি এবং অভিভাবকদের বিক্ষোভে ঘিরে ১২ ফেব্রুয়ারি উত্তাল হয়ে উঠে রামপুরহাট পুরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের উপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণির চার ছাত্রী ভয়ে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। অভিযুক্ত শিক্ষক তরুণ গড়াইকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ১৩ ফেব্রুয়ারি রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে অভিযুক্ত শিক্ষক তরুণ গড়াইকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। শিক্ষক তরুণ গড়াইকে সাসপেন্ড করেছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ।

চায়না ভ্যান – বাস সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে পদমপুরে রাজনগর থেকে সাইথিয়াগামী 'রাজলক্ষ্মী' বাসের সাথে চায়না ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাসের চালক ও খালাসি পলাতক। ১৭ ফেব্রুয়ারি রুকনপুরে চায়না ভ্যান লরি সংঘর্ষে জখম হয় একজন।

জীবনমুখী গানের জলসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'দ্য এন্ডিভিয়ার ক্রিয়াটিভ ফাউন্ডেশন'–র উদ্যোগে রাজনগর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সম্প্রীতির বার্তা দিতে আয়োজিত হয় এক জীবনমুখী গানের জলসা। কলকাতা যাদবপুরের 'স্পর্ধা ফিরছে' ব্যান্ডের বিভিন্ন শিল্পীরা গানে গানে শোনালেন মানুষে মানুষে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে মিলেমিশে বসবাস করার কথা। শিক্ষক কুদরত আলি খান বলেন, 'মানুষে মানুষে সমস্তরকম ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ রুখে দিতে তাদের এই আয়োজন। আগামী বছর আবার তারা এইরকম সম্প্রীতির জলসা আয়োজন করবেন।' সাধারণ মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সেমিনারে বক্তা পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ১৮ ফেব্রুয়ারি সিউড়িতে 'আইডিয়া'–র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'সিভিল সার্ভিস' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

জওয়ান–পুলিশে ধস্তাধস্তি

প্রথম পাতার পর

অফিসার দীপককুমার সিংকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় জওয়ানরা। এরপর অফিসার গিয়ে ঢুকে পড়েন পাকলিয়া এসএসবি ক্যাম্পে। কিন্তু রাজ্য পুলিশ আর ক্যাম্পে ঢুকতে পারেন নি। তৎক্ষণে ডায়মন্ড হারবার পুলিস জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পাকলিয়াতে পৌঁছে যান। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কড়া নিন্দা করেন। বলেন, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ার। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন হস্তক্ষেপ করবে?' এডিজি আইনশৃঙ্খলা রাজ কানোজিয়া এসএসবি–র আইজি শ্রীকুমার ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলেন। এরপর আইজির হস্তক্ষেপে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর দীপককুমার সিং ক্যাম্প থেকে এসে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। অফিসারকে নিয়ে আসা হয় ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে। কোর্টে লকআপে প্রত্যেকের মেডিক্যাল করানো হয়। তবে আদালতে কর্মবিরতি চলায় কোন আইনজীবী অভিযুক্তদের পক্ষে দাঁড়াতে চাননি। দীপককুমার সিং নিজেই বিচারকের কাছে সওয়াল করেন। তিনি এজলাসে দাঁড়িয়ে বলেন, গোপন সূত্রে পুরনো নোট লেনদেনের খবর পেয়ে ওখানে ছদ্মবেশে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের হেড কনস্টেবলকে খুন করার চেষ্টা করলে। পাল্টা এনকাউন্টার করি। আমি দেশের জন্য করেছি। কোন অন্যায় করিনি।' দীপককুমার সিং উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৬৩ নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার। এই ঘটনায় এসএসবি–র হাবিলদার অমিতাভ প্রামাণিককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে মোজাম্মেলের ৫ দিন ও এসএসবি–র অফিসার ও জওয়ানের ৩ দিন করে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে এসএসবি–র পক্ষ থেকে জালনোটের কারবারি মোজাম্মেলের দোকানে রেড করার অনুমতি চেয়ে ডায়মন্ডহারবার পুলিশকে চিঠি দেয় এসএসবি। কিন্তু অনুমতি মেলার আগেই তারা রেড করতে গিয়ে ঘটে যায় খুনের ঘটনা। এখন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশের শুরু হয়েছে সংঘাত।

সাংবাদিকদের স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল বিশিষ্ট সাংবাদিক অতীন সরকার ও মিহির মুখার্জীর স্মরণ সভা। কলকাতা প্রেস ক্লাব ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্টের উদ্যোগে দুই সাংবাদিককে পুষ্প ও মালার মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। অতীন সরকার দুই সংগঠনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। মিহির মুখার্জীও আজীবন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সদস্য ছিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্নেহাশিস সুর, কিংশুক প্রামাণিক, কাজি গোলাম সিদ্দিকী, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, কমল ভট্টাচার্য, দিলীপ চক্রবর্তী, চিত্ত বিশ্বাস, বি কে সাউ, সীতারাম আগরওয়াল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকলেই এই দুই সাংবাদিককে স্মরণ করে তাদের সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দুই সাংবাদিক–এর স্মরণ ও তাঁদের পরিবারকে সমবেদনা জানানো হয়। এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কেরামতি পূর্তদফতরের

প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহির সরদার এই প্রসঙ্গে বলেন, বেশ কয়েক মাস আগে জেলা পরিষদ থেকে ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। কারণ এখানকার মানুষেরা আমাকে ফোন করে রাস্তা সংস্কারের জন্য অনুরোধ করে, আমি তাদের বলেছিলাম শীঘ্রই ওই রাস্তা পূর্ত দফতরের অধীনে চলে যাবে, কিন্তু জনগণ দেরি সহ্য করতে চায়নি। এখন পূর্ত দফতর নতুন করে সংস্কার করছে, এটা পূর্ত দফতরের ব্যাপার। কিন্তু সবে মাত্র প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে রাস্তা সংস্কার তো হল, তাহলে ওই টাকা কি জলে গেল? পূর্ত দফতর তো নতুন করে রাস্তা না খুঁড়ে রাস্তার ধারে 'ওয়ালিং'এর কাজ করতে পারতো? এ সব প্রশ্ন স্থানীয় মানুষদের। অনেকে আবার বলছেন, জেলা পরিষদের অর্থ বরাদ্দ অনেক আগেই হয়েছিল, পূর্ত দফতরের অধীনে চলে যাওয়ার কথা জানাজানি হতেই কন্ট্রাক্টর যা হোক করে রাস্তা সংস্কার করে দিয়েছে। তাহলে জেলা বাস্তুকার চন্দন দে মণ্ডল কী করছিলেন বার বার ফোনে তাঁর মন্তব্য জানার চেষ্টা করেও তিনি ফোন ধরেন নি। ডি–রায়পুর অঞ্চলের উপ–প্রধান দেবু দাসও বলেন, এভাবে সবে পিচ করে রাস্তা খোঁড়া ঠিক হচ্ছে না। মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, তাদের চলাফেরায় আবার অসুবিধা হচ্ছে, ধুলো উড়ছে। পূর্ত দফতরের উচিত ছিল রাস্তার গার্ডওয়ালগুলো ভালো করে করা। এলাকার সাধারণ জনগণ প্রশ্ন তুলেছেন এভাবে জনগণের টাকা অপব্যয়ের কি খুব দরকার ছিল?

শিবরাত্রি মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধেশ্বরে শিবরাত্রি পুজো উপলক্ষে সারা রাত ব্যাপী পুজোপাঠ শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য লম্বা লাইন দেখা যায় ভক্তদের। পুজোপাঠ ছাড়াও বসে মেলা। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও মেলায় মনোহারী খাবারের স্টল দোলনা ও বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল ভিড়। সর্ব ধর্ম, সর্ব বর্ণ–এর এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই মেলা শিবরাত্রির দিন থেকে প্রায় দশ দিন চলবে।

বিশ্ব কাঁপিয়ে বজবজ পদার্পণ স্মরণ

দীপক ঘোষ : সারা বিশ্ব কাঁপিয়ে স্বামীজি দেশে ফেরার ও স্বাশতবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বধর্ম সম্মেলন থেকে ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এস এস মোম্বাসা জাহাজে নোঙর করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি পুণ্য প্রভাতে স্বামী বিবেকানন্দ বজবজে পদার্পণ করেন। বজবজ পুরনো স্টেশন থেকে গুরু ভাইদের সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদহ যাত্রা করেন তখন ২০ হাজার ভক্ত সম্মান জানাতে উপস্থিত ছিলেন।এই দিনটি স্মরণ করে ৩৩তম বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেন শুভযাত্রা করে। বিবেকানন্দ স্মারক কমিটির সভাপতি গণেশ ঘোষ বলেন পুরাতন রেল স্টেশনে স্বামীজির বিশ্রাম কক্ষে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

১১টা বিশেষ ট্রেনে স্বামীজির পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নিয়ে আলমবাজার মঠের সন্ন্যাসীগণ শিয়ালদহ যাবেন এই মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে আলমবাজার মঠে যাবেন।১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, তড়িৎকুমার দত্ত, বজবজ পুরসভার কাউন্সিলর ও আলমবাজার মঠের সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ এবং বিশিষ্ট মানুষ।

পরিচ্ছন্নতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ১৯১টি পঞ্চায়েতে একযোগে অনুষ্ঠিত হল মশা ও পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি ও গ্রাম পরিচ্ছন্নতা দিবস। বৃহস্পতিবার হাবড়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায় কুমড়া পঞ্চায়েতে দফতরে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাশাসক অন্তরা আচার্য। উপস্থিত ছিলেন জেলাসভাধিপতি রেহেনা বিবি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না বিশ্বাস ও শিবানী বিশ্বাস প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এছাড়া কুমড়া পঞ্চায়েতের আওতায় ৩টি বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের এবং আশাকর্মীদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। এছাড়া বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ডেঙ্গু জ্বরের হাত থেকে বাঁচতে বহু আগে থেকেই এই কর্মসূচি বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ ফেব্রুয়ারি মহেশতলা পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করলেন পঞ্চায়েত ও জনস্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধন করে তিনি বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশাকে বাস্তবায়িত করা এবং মানুষের পাশে থেকে পরিষেবা দেওয়ার কথা বলেন। দৌলতপুর মিতালি সংঘের মাঠে সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়া, বসে আঁকো, লোক সংস্কৃতি, আবৃত্তি ও নজরুল রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এবং কৃতীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ বিধায়ক অশোক দেব সহ এলাকার কাউন্সিলরবৃন্দ সহ এলাকার বিশিষ্ট মানুষ। সংগঠনের পক্ষে সভাপতি মুরারী মোহন নস্কর, ওয়ার্ড কমিটির শুভদেব নস্কর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

দিগবেড়িয়া বইমেলা

পার্থ ঘোষ, বারাসাত : প্রতি বছরের মতো এবারেও অনুষ্ঠিত হল দিগবেড়িয়া বইমেলা ও সাহিত্য আলোচনা সভা। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ কাকলী ঘোষ দস্তিদারের তত্ত্বাবধানে পাঁচদিন ব্যাপী এই মেলা উদ্বোধন করেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধন করে মধ্যমগ্রাম ডি এন এস মাঠে তিনি বলেন, 'একমাত্র বইই হতাশা, দীনতা কাটাতে পারে'। নামি ও নামকরা লেখকের পাশাপাশি উঠতি লেখক, কবিদের বই পড়ার পরামর্শ দেন তিনি। নানা নামী অনামী স্টলের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেরিয়ার কাউন্সেলিং এরও ব্যবস্থা হয় মেলা কমিটির পক্ষ থেকে।

ভাষা দিবস উদযাপন

তথ্য–সংস্কৃতি দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য–সংস্কৃতি দফতর বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গনে।

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ভাষা শহিদ স্মারক বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন অতিথিরা। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সাগর চন্দ্র চক্রবর্তী, জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক সুজাত চট্টোপাধ্যায় এবং অনুষ্ঠানের রূপকার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেহালা অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা আবৃত্তি, নৃত্য নিবেদন করে সকলকে মুগ্ধ করে। এছাড়াও কল্যাণ দাসের পরিচালনায় গীতি আলেখ্য অমর একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের অন্য মাত্রা দেয়। আবৃত্তিতে কুনাল মালিকের সামসুর রহমানের স্বাধীনতা তুমি কবিতাটি সকলের মন ছুঁয়ে যায়। এছাড়াও অন্যান্য নৃত্য ও পুতুল নাটকও দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেয়। প্রসঙ্গত, জেলা–তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অনবদ্য ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান হল। এর জন্য অবশ্যই তথ্য–সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দফতরের অন্যান্য সহকর্মীদের সাধুবাদ প্রাপ্য।

তরুণ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে তরুণ দলের ক্লাব প্রাঙ্গণে যথোচিত আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল। বিগত পাঁচ বছর ধরে তরুণ দলের এই উদ্যোগে সামিল হচ্ছেন কাছে ও দূরের বহু সাহিত্য–কর্মী। সভার সূচনায় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় নিহত পাঁচ শহিদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালিত হল। সূচনা সঙ্গীতে বন্দনা দত্ত ও রীতা ঘোষ যথোচিত আবহ গড়ে দিলেন। বাংলা ভাষা কিভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার নেপথ্যে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল, সেসব কথা সংক্ষেপে শোনালেন সায়ন্থ পত্রিকার সম্পাদক বিনয় দত্ত। আলোচনা করলেন, তারাশংকর দত্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ গুপ্ত, বাবুরাম কর্মকার, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন ও সুকুমার মণ্ডল। কবিতায় বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানালেন উদয় চক্রবর্তী, শেফালী সরকার, লাবণী মান্না, পার্থ সরকার, সুনীল গুহ ও সৌরীন চট্টোপাধ্যায়। সংক্ষিপ্ত অথচ আন্তরিক এই প্রভাতী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি–লগ্নে সমবেত সঙ্গীতে গলা মেলালেন প্রায় সকল অতিথিবৃন্দ, রচিত হল বাংলা ভাষার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা নিবেদনের এক অনবদ্য মুহূর্ত।

ক্যানিংয়ে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিংয়ে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং বন্ধুমহল আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৮ জন মহিলা সহ ৬৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।বন্ধুমহল এর সভাপতি মলয় মজুমদার বলেন গরম পড়তে না পড়তে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে।যাতে সেই ঘাটতি সামান্য হলে ও মেটানো যায় তার জন্য আমাদের এই আয়োজন। অন্যদিকে বন্ধুমহলের সহসভাপতি রবীন্দ্র নাথ শিকদার বলেন, বিভিন্ন স্থানে ক্লাব,সংগঠন,রাজনৈতিক মঞ্চে রক্তদান হয়ে থাকে। আমাদের এই রক্তদান শিবির সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।আমরা বন্ধুমহল পরিবারের সমস্ত সদস্যগণ মিলিতভাবে রক্তদানে অংশগ্রহণ করে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে সফল করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

আদিবাসী সাদরী মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আদিবাসী সত্তায় আনন্দিত সমগ্র আদিবাসী সমাজ। আদিবাসী ভাষা,সংস্কৃতি যাঁদের ঐতিহ্যবাহী সেই আদিবাসী সমাজ আজ গোটা বিশ্বে মাতৃভাষায় বিপন্ন। দুঃসময় মাতৃভাষা,যে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে সার্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যায়। কিন্তু সেই সত্তা আজ নেই গোটা আদিবাসীদের মাতৃভাষা আজ বিপন্ন। সাদরী ভাষা সারা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ আদিবাসীদের মাতৃভাষা। অথচ সেই ভাষাকে উপেক্ষা করে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। এমনই অভিযোগ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের। যার ফলে লুপ্ত হতে চলেছে সাদরী ভাষা। সেই ভাষা কে বিশ্বমাঝে স্বীকৃতির দাবিতে অল আদিবাসী সাদরী সুসার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুরের খেয়াদহের বয়নালা আদিবাসী ভ্রাতৃ মিলন সংঘের ফুটবল মাঠে এক মিলন উৎসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: শ্রীকান্ত গৌর,ওড়িশার আদিবাসী সমাজসেবী সুনীল জোজো,সমাজসেবী আশ্রিতা তুতি,গোপাল রাম ওঁরাও,জয়সিংহ হাঁসদা,সুবোধ সরদার,জেলাপরিষদ সদস্য বিজয় বৈদ্য সহ বিশিষ্টরা। এদিনের মিলন উৎসব থেকে আদিবাসীরা তাঁদের সাদরী ভাষার স্বীকৃতির দাবি তোলেন। এসবের পাশাপাশি নানান ধরনের আদিবাসী গান,নৃত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ তম ক্যানিং মহকুমা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : –শুরু হল ক্যানিং মহকুমা বই মেলা।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্যানিং স্টেশন সংলগ্ন রেলমাঠে অনুষ্ঠিত ক্যানিং পল্লব সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠী আয়োজিত ১৭ তম বর্ষের ক্যানিং মহকুমা বইমেলার উদ্বোধন করেন চিত্র পরিচালক রাজা সেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতলা১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা ,বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যনারায়ণ শর্মা,বেলু। উচ্চবিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক সুবল নস্কর সহ বিশিষ্ট অতিথি বর্গ।ক্যানিং মহকুমা বইমেলার অন্যতম আহ্বায়ক কার্তিক দাস বলেন সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার ক্যানিং। নদীনালা,ছোট বড় দ্বীপ সমষ্টিবেষ্টিত এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যন্ত এলাকার বেশীর ভাগ মানুষজন অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সময়ের অভাবের জন্য কলকাতায় যেতে পারেন না।সেই প্রত্যন্ত মানুষজনের কথা মাথায় রেখে তাঁরা যাতে মেলায় ঘুরে নিজের ইচ্ছা মতো বই কিনে কিছু জানার চেষ্টা করেন সেই মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের এই বই মেলার আয়োজন।মেলা আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গেছে মেলা প্রাঙ্গণে কলকাতা নামী প্রকাশক সংস্থার বেশ কিছু স্টল সহ মোট ৫৩ ছোট–বড় বইয়ের স্টল রয়েছে।এদিন মেলার সূচনা অনুষ্ঠানের পর রাজা সেন পরিচালিত সুন্দরবন নিয়ে ছায়াছবি সুন্দরবন প্রদর্শিত হয়।মেলা চলবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

টেন্ডার আহ্বানের নোটিশ

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার ম্যানুয়াল–৯১ এবং তৎসহ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ১৯.০৭.২০০৫, তারিখের ২৫২৬(৪০)–এল আর/৩এম—৩২/০৫ জিই (এম) নং স্মারক এবং ১২.১১.২০১২ তারিখের ৫৯০৪–এলপি/১এ–৪/২০১২ নং এবং ২৫.০২.২০১৬ তারিখের ৭৫৭–এলপি/১এ–৪/২০১২ নং নোটিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নোক্ত সরকারী জলকরের সীলড টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

১) আলিপুর সদর মহকুমার অধীনস্ত জলকর –

জলকরের নাম	ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	মৌজার নাম এবং জে,এল, নং	দাগ নং	কার্যকরী জলকরের পরিমান (হেক্টরে)	কার্যকরী জলকরের পরিমান (একরে)	রেকর্ডভুক্ত মোট জলকরের পরিমান (একরে)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১) ক্যাপটেন ভেড়ি	এ,টি,এম, কসবা	ধাপা	ধাপা, ০২	৮১	১১.৪	২৮.১৬৯৯৭	৪৯.৪২১	১,৩৫,৩১৮
২) বুজি–পাটুলি	এ,টি,এম, কসবা	বুজি–পাটুলি	বুজি, ২৭	২১৩, ৪৮৩, ৯৯৮, ১০২৮, ১০৩৮, ১০৬০–১০৬৩, ১০৬৭, ১০৭২, ২০১৪	১০৮০	২৬.৬৮৭৩৪	৩৯.০৪২৫৯	৯৮,৫৭৬
			পাটুলি, ২৯	১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৯২, ১৯৩, ২১১, ২১২				

২) ক্যানিং মহকুমার অধীনস্ত জলকর–

জলকরের নাম	ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	মৌজার নাম এবং জে,এল, নং	দাগ নং	কার্যকরী জলকরের পরিমান (হেক্টরে)	কার্যকরী জলকরের পরিমান (একরে)	রেকর্ডভুক্ত মোট জলকরের পরিমান (একরে)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
নারায়ণতলী খাল নং ১	বাসন্তী	হিরণ্ময়পুর	হিরণ্ময়পুর, জে,এল, নং ১৫০	১২, ৮৭১, ৯১২	৮	১৯.৭৬৮৪	২২.৩৯	৯৬,০০০

টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ দিন ও সময়–১৪.০৩.২০১৮ দুপুর ২ ঘটিকা

টেন্ডারের ও বন্দোবস্তের শর্তাবলীর জন্য Website of South 24 Parganas District (http://s24pgs.gov.in/s24p/#) দেখুন।

Sd/–
অতিরিক্ত জেলা শাসক ও
জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
দক্ষিন ২৪ পরগনা।

৩৭৩/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২১.০২.২০১৮

মহানগরে

জঞ্জাল অপসারণে চুক্তিভিত্তিক কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী মাস খানেকের মধ্যে কলকাতা পুরসংখ্যার প্রায় ১৪৪ ওয়ার্ডেই জঞ্জাল অপসারণে যে কর্মীসংকট জারি আছে তার বেশ কিছুটা অবসান হতে চলেছে। যাদবপুরের ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্যের প্রশ্ন পুর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দফতর শূন্যপদ পূরণের জন্য এবং জঞ্জাল অপসারণ পরিষেবা অব্যাহত রাখার জন্য কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে কতজন স্থায়ী ও কত জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে? উত্তরে পুর জঞ্জালের অপসারণ দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানান, এই দফতর বেশ কয়েক ধরনের কর্মী নিয়োগ করে থাকে। 'ব্লক–সরকার' অর্থাৎ 'সাব–ওভারসিয়ার' নিয়োগ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্মী পাঠাচ্ছে ততক্ষণ আমরা স্থায়ী লেবার লাগাতে পারছি না। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে জঞ্জাল অপসারণের কাজ অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় কোন ওয়ার্ডে কত মজদুর ছিল। বর্তমানে কত জন আছে। মোট শূন্যপদ কত রয়েছে। সেই অনুপাতকে সামনে রেখে আমরা চুক্তিভিত্তিক কর্মী সংখ্যা নির্ধারণের দিকে এগোচ্ছি। দেবব্রতবাবু আরও বলেন, আগামী মার্চের প্রথম ১০ দিনের মধ্যেই আমরা এজেন্সিগুলিকে বলে দিতে পারবো কোন ওয়ার্ডে কত মজদুর লাগবে। এজেন্সি তার মতো প্রশিক্ষিত লোক নিয়োগ করবে। এক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিদের কোনও ভূমিকা নেই। সবটাই এজেন্সির বিষয়। কোন লোক কাজ করবে তারা ঠিক করবে। মেয়র পারিষদের কাছে চয়নবাবুর আরও অনুরোধ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রমান, লোকসংখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ওয়ার্ড প্রতি ৮০ জন করে জঞ্জাল অপসারণের কাজে যে কর্মী থাকে সেটা যাতে বাড়ানো যায়। তাহলে সংযুক্ত কলকাতার বড়ো ওয়ার্ডগুলোতে জঞ্জাল অপসারণে একটি নিয়ন্ত্রণ থাকে। ওই কর্মী সংখ্যা ৮০ জনে আটকে থাকলে তাদের নিয়ে কার্যক্ষেত্রে ওয়ার্ডের এক প্রান্তের জঞ্জাল সাফাই করতে গিয়ে ওয়ার্ডের অন্যপ্রান্তে জঞ্জাল জমে যাচ্ছে।

পুরসভার উদ্যোগে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ দেশপ্রিয় জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর জন্মদিন পালন করা হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানের জ্যোতিন্দ্রমোহন স্মৃতি সৌধে। মূর্তিতে পুষ্প স্তবক এবং পুষ্প মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পক্ষ থেকে পুরপ্রতিনিধি ও আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আধিকারিকরা।

এগিয়ে চলার পথ দেখাচ্ছে জয়জিৎ দাস মেমোরিয়াল স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ জয়জিৎ দাস মেমোরিয়াল স্কুল তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল উত্তম মঞ্চে। সমাজে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত বাচ্ছারা যে অন্যদের থেকে কম নয় তা প্রমাণিত হল সেদিন সন্ধ্যাতে। স্কুলের সকল বয়সী ছাত্র ছাত্রীরাই একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। স্কুলের দিদিমণিরা তো আছেনই তার সঙ্গে যিনি প্রতিনিয়ত প্রত্যেকদিন এঁদের পড়ানো থেকে শুরু করে সংস্কৃতি জগতের চর্চাতে দক্ষ করে তুলছেন তাঁরা হলেন অরিন্দম আচার্য এবং শ্রীমন্তিনী আচার্য।

অনুষ্ঠান পরিপূর্ণতা পেয়েছে অবশ্যই ইউকে থেকে আসা নিকোল এবং হেনরি উইলিয়াম–এর জন্য। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ছোট্ট মিষ্টি মিমিও। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এছাড়াও ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নাচ গানের অনুষ্ঠান। তসলিমা, সাহাজাদারা যখন শিবের স্তোত্র–এর সঙ্গে নাচছে তখন হলের প্রত্যেকটি

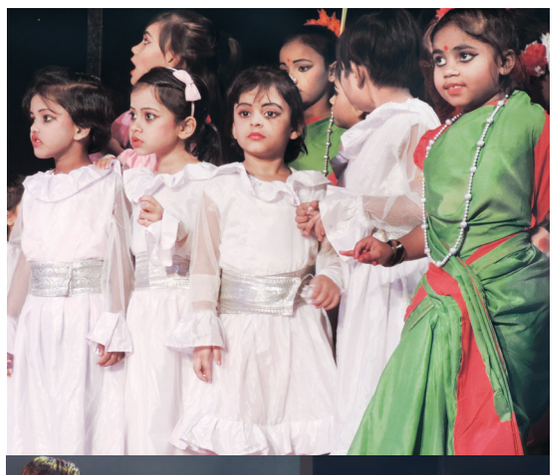

মানুষের চোখের কোনা দিয়ে বেয়ে পড়ছে আনন্দাশ্রু। কারণ উত্তম মঞ্চে তখন বাইরের রাজনীতির যে তীক্ষ্ণ চক্ষু সারাক্ষণ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তা নেই। এটাই এই স্কুলের সার্থকতা। এদিন 'সম্পূর্ণা নারী' পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। এবং সবশেষে মঞ্চ কাঁপায় অভিরূপ সেনগুপ্তর নাচের দল 'পরাস'। দেখে কোনও সময়ই মনে হচ্ছিল না যে এরা পিছিয়ে পড়া সমাজের অংশ। কারণ এরাই ভবিষ্যতে ভারতের নাম উজ্জ্বল করবে। সর্বশেষে 'দশভূজা বুটিকে'র সহযোগিতায় ছিল ফ্যাশন শো। গানের তালে তালে মঞ্চে শাড়ি পড়ে ক্যাট ওয়াক করে চলেছেন কয়েকজন নারী,সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে পড়ছে হাততালির আওয়াজে। আসলে এরা যে সে নারী নয়, কেউ কেউ হসপিটালের আয়া, কেউ আবার চপ বিক্রি করেন। লড়াই করে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে সক্ষম। কে জানে হয়তো পরবর্তীকালে এঁরাই হবেন আমাদের মিস ইউনিভার্স বা মিস ইন্ডিয়া। এদিনের সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট জনেরা। যেমন, পুর প্রতিনিধি রতন দে, জুঁই বিশ্বাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাক্তার তরুণ রায়, বিভিন্ন সমাজসেবী সহ অন্যান্যরা।

চেতলায় মিস্ত্রীপুকুর শীতলা সমিতির উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান। ১৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন এলাকার গুণীজনেরা। বসে আঁকোয় অংশগ্রহণ করে ক্ষুদে শিল্পীরা, এছাড়াও ছিল বিশেষ শিশুদের নিয়েও বসে আঁকো। ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে এক ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয় চেতলা এলাকায়। এবং সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই অনুষ্ঠান।

সংস্কৃত ভাষা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের সনাতন সংস্কৃতির ধারক সংস্কৃত ভাষা। কলকাতার কিছু বিদ্বজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কলকাতায় গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে এক সংস্কৃত সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলনে বিদ্বজনদের মধ্যে ছিলেন গণিতবিদ, ভূবিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষা জগতের বাইরের মানুষ। তাঁদের আবেগ ও উৎসাহকে সম্মান দিতে এগিয়ে আসেন সংস্কৃত শিক্ষা জগতের কিছু অধ্যাপক–অধ্যাপিকা। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষা প্রচার, প্রসার ও পুনরুজ্জীবিত করা। অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত ভাষণে গণিতের অধ্যাপক

ড. বিনায়ক সমাদ্দার চৌধুরী সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন অতিথিরা। এরপর বৈদিক মঙ্গলাচরণে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করেন ঝিনুক দে দত্ত। আয়ুর্বেদ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাচস্পতি ড. পি নন্দকুমার। তাঁর বক্তব্য ছিল পুরটাই সংস্কৃত ভাষায়। যা সকলকে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আগ্রহান্বিত করে। যিনি সংস্কৃত ভারতীর সর্বভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ। নন্দকুমারজি তাঁর ভাষণে সংস্কৃত ভাষাকে কুঞ্চিকার সাথে তুলনা করে বলেছেন– এই কুঞ্চিকার মাধ্যমেই আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্যের রত্ন সম্ভার উদ্ধার করতে পারব। ভারতীয়দের মধ্যে একাত্ববোধ জাগরণ করবার জন্য সংস্কৃত ভাষার চর্চা একান্ত প্রয়োজন যা ভাষা সমস্যার সমাধানেও যথার্থ সমাধান।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দ মহারাজ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে গীতা ও চণ্ডি ইত্যাদি পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। একইসঙ্গে মাতৃ জাতিকে সংস্কৃত পড়ার উপর জোর দেন।

বিশেষ অতিথি ভূতঙ্গবিদ ড. বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন তথা আধুনিক ভারতের সংস্কৃত, প্রাকৃত, বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চার উল্লেখ করেন। আমেরিকার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান নাসা–ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে সংস্কৃত ব্যকরণের প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন তা উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানে সভাপতি অধ্যাপক দিলীপ কুমার মহান্তি সংস্কৃত চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেন।

বক্তব্যের মাঝে মাঝে ছিল গান, নৃত্যপরিবেশন। ড. জয় ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রূপা রায়, কুমারী সুহা রায়ের গান ও শ্রীমতী দেবযানী সামন্তের নির্দেশনায় মৌলী চক্রবর্তীর নৃত্য প্রদর্শনীও সংস্কৃত ভাষাকে উজ্জীবিত করে। ছিল সঞ্চয়িতা মালের নৃত্য প্রদর্শনী। এছাড়াও ছিল কৃষ্ণপ্রিয়া হাতি নির্দেশিত নৃত্যানন্দ মান্না ও সহযোগীবৃন্দের সংস্কৃত ভাষা নিয়ে এক নাটক।

সংস্কৃত সম্মেলনের সম্পাদিকা ড. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর শান্তিমন্ত্র স্তব করে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তবে সংস্কৃত ভাষা তখনই সার্থক হবে যখন পিছনের ব্যানারে 'সংস্কৃতভাষাসম্মেলনম্' শব্দটি বাংলা হরফে না লিখে সংস্কৃতে লেখা যাবে তবেই আমরা সম্মান দিতে পারব সংস্কৃত ভাষাকে সেজন্য প্রয়োজন আরও সচেতনতা আর আগ্রহ সৃষ্টি করা। সরকারেরও এর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

পূর্ণ চন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

রসিক গৌরাঙ্গ দাস : শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৩তম শুভ আবির্ভাব উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী বাংলার এক হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এই সোনার বাংলায় শুধু ফসলই ফলেনি, অজস্র সোনার প্রতিভারও স্ফুরণ ঘটেছে। সেই জ্যোতির্ময় আশ্চর্য সব প্রতিভার মধ্যে 'নদের নিমাই' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মধ্যমণি।

এহেন প্রেমের অবতার এই বাংলাদেশের উর্বর মাটিতেই সম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে মনীষা এবং হৃদয়বৃত্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছিলেন–

'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া।'

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপের মায়াপুর গ্রামে শুভ দোলপূর্ণিমাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'নদের নিমাই'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু। অহৈতুকী প্রেমভক্তি আন্দোলনের পরাকাষ্ঠা। ভগবান হয়েও তিনি এই ধরাধামে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অবতরণের প্রধান কারণ– প্রথমত, তিনি শ্রীরাধার প্রেমের মাধুর্য এবং স্বরূপ আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং শ্রীকৃষ্ণের পুজোর পুনরায় প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কলিযুগের উপযোগী করে ভগবানের নাম ও প্রেম প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কারণ, কলিযুগের মানুষ এমনিতে স্বল্পায়ু এবং জীবনযুদ্ধে অতিশয় ব্যস্ত। তাদের পক্ষে জটিল পূজার্চনা বা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভগবান আত্মারাম হয়েও 'স্বমাধুর্য্য' আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে? যাঁর কৃপালাভের জন্য সারা বিশ্ব পাগল, যাঁর শুধামৃত পানে আপামর জনসাধারণ পরিতৃপ্ত। যাঁকে দর্শন করলে শুদ্ধভক্তির উদয় হয়, যাঁকে স্পর্শ করলে জীবনে শাশ্বত শক্তির সঞ্চার হয়, যাঁর সান্নিধ্যে এলে লজ্জা–ঘৃণা–ভয় দূরীভূত হয়। যিনি ভক্তদের কৃপা করতে সর্বদা উৎসুক, যিনি ইহলোকের আশ্রয়, পরলোকের প্রাণের আশ্বাস, যিনি ভীতচিত্তের সর্বস্ব, যিনি অপূর্ণের পূর্ণ– শূন্যের ষোল আনা, যিনি পরম পিতা, পরম মাতা, যিনি সুখের প্রভাত, আবার দুঃখরাত্রির অবসান, যাঁর কণ্ঠস্বরে দিব্য লীলার সুর ঝংকৃত, যিনি সর্বদা দিব্য কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন, তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন ধর্মের নামে হিংসা– অধর্ম। যাঁর অলৌকিক প্রভাবে জগাই মাধাইয়ের মতো শত শত ঘোর মদ্যপও মনুষ্যত্বের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। অহিংসা সাম্যবাদী আন্দোলনই যে সমস্যা সমাধানের রাস্তা এই সত্য ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম দেখা গেল। শত সহস্র মানুষ তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ত্যাগ, প্রেম ও অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির অপূর্ণতায় ব্যথিত হয়ে বলেছেন– 'আমাদের মধ্যে হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি বিস্মৃত মানব প্রেমের বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– 'যেখানে একবিন্দু যথার্থ ভক্তি দৃষ্টিগোচর হইবে সেখানেই বুঝিতে হইবে যে উহা নদীয়া কেশরী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম প্রণয়ের মাহাত্ম্য কণিকা।'

চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন – 'আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব। শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্তি আমার সব কুসংস্কার, সব দোষ দূর করে দিয়েছে ও দিচ্ছে।'

কবি নজরুল ইসলামের কবিতার কিছু অংশ–

'বনচোরা ঠাকুর এল রসের নদিয়ায়
তোরা দেখবি যদি আয়।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি আন্দোলন এবং ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণের দ্বারা সকলে প্রভাবিত হয়েছিল। যেমন, তৎকালীন বাংলার শাসন কর্তা সুলতান হোসেন শাহের দুই মন্ত্রী– সাকর মল্লিক (প্রধানমন্ত্রী) এবং দবীর খান (অর্থমন্ত্রী) পরবর্তীকালে সনাতন এবং রূপ গোস্বামী। প্রবোধানন্দ সরস্বতী, বল্লভাচার্য, গোপাল ভট্ট এবং পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র। এমনকি তৎকালীন ভারত সম্রাট আকবরও তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে বলেছেন–

'ঐছন পহুঁকো যাই বলিহারি।
শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমের ফল স্বরূপ মানুষ ফিরে গেল মনুষ্যত্বের মর্যাদা, পেল মুক্তির স্বাদ, শুচি হল মুচি, যবন হল নামাচার্য্য, উঁচু–নীচু বিভেদভাব, বৃথা অভিলাষ, হিংসা–দ্বেষ হল দূরীভূত। বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণে আজও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান চিরভাস্বর।

শুভ আবির্ভাব দিবসে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাদের চৈতন্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

(লেখক শ্রীমায়পুর চন্দ্রোদয় মন্দির, ইন্টার ন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেসের জনসংযোগ আধিকারিক)

সমাজ সংস্কারে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যাকাশে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপ। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মান্ধতা, ভেদবুদ্ধি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই ক্ষাত্র পরিপুষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সমাজের সাধারণ মানুষকে পীড়িত করেছিল। বুদ্ধদেব এসে যদিও অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন তবুও পরবর্তীকালে নাস্তিক্যবাদ, সৌরতন্ত্র, হীনযান, মহাযান, বজ্রযানাদি প্রভৃতি কূট নিয়মে মানব সমাজে কল্যাণের পথ আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে যায়। তৎপরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদাদি প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষেরা ছিল এই সব বিষয় থেকে বহু দূরে। আর শূদ্র জাতীয় সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল সমাজে ঘৃণিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত। তাদের জীবন ছিল ভারবাহী পশুর মতো, গলায় ঘন্টা বেঁধে তাদের পথ চলতে হতো। তারপর আবার বাংলার সেন রাজাগণ জাতিভেদকে শতধা ভাগে ভাগ করলেন। ওই সময় সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হলে উচ্চ শ্রেণির নিষ্পেষণে শূদ্র জাতী সাধারণ মানুষ প্রবলভাবে হাঁপিয়ে উঠলো। অনন্তর তুর্কীর আক্রমণে জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হলো, আর মঠ–মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস হতে লাগলো, জনজীবন ভীষণভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। বিদেশিদের আক্রমণে ভারতবাসীর ধর্মজীবনে বিপর্যয় নেমে এলো। মুন্ড নিয়ে গেন্ডু খেলার মধ্যে দলে দলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। সমাজের এই প্রকার দূরাবস্থা দর্শন করে শান্তিপুর নাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সনাতন বৈদিক সমাজকে সঙ্কটময় পরিস্থিতি হতে রক্ষা করার জন্য তুলসী–গঙ্গাজলে ভগবত আরাধনায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে উপনীত হলে ১৪০৭ শকের (১৪৮৬ খ্রিঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীশচীদেবী–জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুরে আবির্ভূত হন। সুমহান ব্যক্তিত্বের জনক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিশেষ এক তাৎপর্যমণ্ডিত যুগান্তরকারী ঘটনা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবক্ষয়ের দিনে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে সহস্র বর্ষের মতো দশদিক আলোয় উদ্ভাসিত করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবে সমাজ জীবনে ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক বিশেষ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি ছিলেন এক মহান বিপ্লবী সমাজ–সংস্কারক। সমাজের ভয়ানক দুঃসময়ে তিনি মানব জাতির কল্যাণের জন্য কলির যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেন। জাতি–ধর্ম–বর্ণ–শ্রেণি নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবোধে উদ্দীপিত করে বৈদিক সাম্যবাদ প্রকাশের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ সংস্কারের উজ্জ্বল বিজয় পতাকা তিনি উর্দ্ধে তুলে ধরেছিলেন। শাস্ত্র প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি নেই। চণ্ডাল যদি হরিভক্তি কোনও ভেদ হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ পরায়ণ হরিভক্তি পরায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তিনি আচার্যত্ব যবন হরিদাসকে দান করলেন। খোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধর হতে গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র পর্যন্ত, মহাপাপী জগাই–মাধাই হতে রাজমন্ত্রী রূপ–সনাতন পর্যন্ত আপামর মানুষকে তিনি শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে একত্রিত করে মানবতার স্বাভাবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনেন। ধনী–নির্ধন, ব্রাহ্মণ–চন্ডাল–ম্লেচ্ছ, উচ্চ–নীচ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তিনি মানবতার এক আসনে বসবার সুযোগ দান করলেন শ্রীহরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে। অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, কলুষিত মূঢ় ম্লান সমাজকে প্রেম, স্নেহ–ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে তিনি ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মকে রক্ষা করলেন।

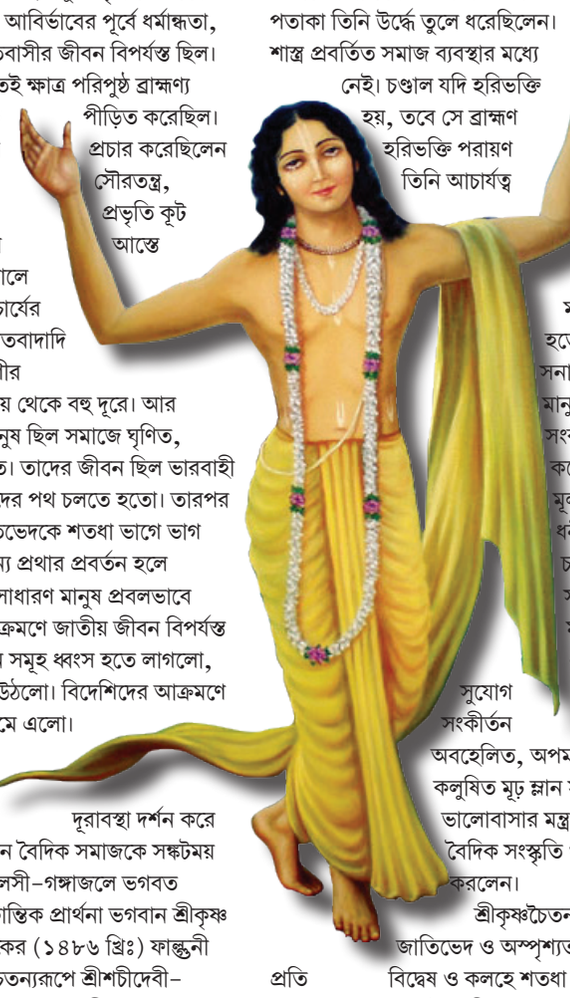

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন– জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আতঙ্কিত পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও কলহে শতধা বিভক্ত ভেদবুদ্ধি কলুষিত সমাজেরম মধ্যে একটা স্থায়ী কল্যাণকর পরিবর্তন আনতে হলে নতুন দৃষ্টিতে ধর্ম সংস্থাপন করতে হবে। আর সেই দৃষ্টি হলো স্নেহ–প্রেম ও অহিংসার দৃষ্টি। তিনি সর্বপ্রথম অহিংসার পথে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তৎকালে নবদ্বীপের শাসক চাঁদকাজী আদেশ জারি করেছিলেন– নগরে বা গৃহে কেউ হরিনাম সংকীর্তন করলে সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সদলে হুঙ্কার দিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যাকালে চাঁদকাজীর অঙ্গনে গিয়ে উচ্চস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবমণ্ডিত ও গম্ভীর মুখমণ্ডল, অহিংসা প্রেমের নির্ঝর, অপার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দর্শন মাত্রেই চাঁদকাজী মুগ্ধ, অভিভূত এবং ভীত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করার জন্য ঢালাও অনুমতি প্রদান করলেন। তারপর বললেন– আমার বংশে কেউ যদি হরিনাম সংকীর্তনে বাধা দেয় আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব। এটি অহিংসার পথে আইন অমান্য আন্দোলনের ও তার সাফল্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই তার সর্বপ্রথম প্রবর্তক। প্রেমের দ্বারা সকল প্রকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ ভাব যে দূর হয় তা তিনি নিজ জীবনে এভাবে দেখিয়েছেন। অস্পৃশ্যতা বর্জন, জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আশ্রয় দান, প্রেম বিতরণ করে শ্রীহরিনামে উন্মুক্তকরণ– এ সকলের মধ্য দিয়েই তিনি বাস্তব সমাজ সংস্কারের রূপটি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর অহিংসক সাম্যনীতি, আর অমৃতময় মধুর জীবনের ছোঁয়াচ পেয়ে সমাজ জীবনে এক জাগরণ প্রকটিত হলো। একেই বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রেনেসাঁস বা সমাজের নবজাগরণ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব সুকোমল প্রেমিক হৃদয় হলেও জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মসংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যের দ্বারা সংস্কার বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সংযম, তিতিক্ষা, সৌন্দর্য, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অনন্য সুলভ পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ, স্বভাব সুলভ কোমল বাক্যালাপ, বিনয়গর্ভ অমায়িক ব্যবহার ইত্যাদি দিব্যগুণাবলী সকল জাতীয় লোকের চিত্তাকর্ষক ছিল। এ জন্যই তার প্রবর্তিত ধর্মে তৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণির লোকই সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। এতে নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য, কাশীবাসী সন্ন্যাসী কুলগুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী, দুর্বিনীত পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ, বিজলীখান, নবদ্বীপের শাসনকর্তা মাওলানা সিরাজউদ্দীন চাঁদকাজী, গৌড়ের বাদশা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, বিপক্ষ নৃপতিকুল তিলক মহারাজ প্রতাপরুদ্র, সদলে বনদস্যু সর্দার নরোজী, দুর্বৃত্ত জগাই–মাধাই প্রমুখ বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যচরণের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরল বুদ্ধি শ্রীবাস পণ্ডিত, অতি দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধর, রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ–সনাতন, তৎকালীন বারলক্ষ মুদ্রা আয়ের জমিদারির অধিপতি রঘুনাথ দাস, রাজা রামানন্দ রায় প্রমুখগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি গুণাকৃষ্ট হয়ে চিরতরে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর দিব্যগুণাবলীতে জগৎবাসী মুগ্ধ। তাঁর প্রচারিত আদর্শ পন্থা সমাজের সকলের জন্যই কল্যাণজনক। ভেদবুদ্ধি কবলিত কলঙ্কিত সমাজ জীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাম্যচিন্তার আজ প্রয়োজন রয়েছে। নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষকে প্রেমধর্মের পথে টেনে নিয়েছিলেন, এই ধর্মপথে সকলেই পেল মানবতার অধিকার। এই সংগঠন একটি বড় মহাশক্তি। এই সংগঠনের মাধ্যমেই তিনি মনুষত্বের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। আর সেখানেই সমাজের সকল মানুষ সাম্যের ধারণা পেয়েছিলেন। আজকের দিনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত আদর্শ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় তাঁর শুভ আবির্ভাব দিবসে আমরা সকলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি আমাদের সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন।

মাঙ্গলিকী

শীতের আমেজে জমজমাট সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ইংরাজি বছরের শেষ মাসে (১৬/১২) জমে উঠল উপরোক্ত সাহিত্য বাসর ২৮ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর যোগদানে। আসরের সঞ্চালনায় চিলেন বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী। আর অবশ্যই আসরের মধ্যমণি ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ৬–য় দশকের উজ্জ্বল কবি শ্রদ্ধেয় রত্নেশ্বর হাজরা। আসর শুরু হল সংগঠনের সঙ্গীত শিল্পীদের সমবেত উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে (‘কোন আলোতে’)। এরপরই ছিল সভাপতির স্বাগত ভাষণ। তিনি কৌতুকের সাথে বলেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, তবু শীত এসেছে কি এ বিষয়ে সন্দেহ জাগে। আবার দুঃখের সাথে বলেন, ‘গত বছর বন্যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভেসেছে; ফলে দেশের অগণিত, গরিব মানুষ সুদীর্ঘকাল চরম দুর্দশার মধ্যে দিনে কাটিয়েছে। প্রতিদিন বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করে গিয়েছে। আবার অন্য এক দৃষ্টিতে দেখা যায়, এত কষ্টের সময়েও শীতকালে গরিব মানুষ কিছু খেতে পায়– এই সময়ে নানান সব্জির ফলন হওয়ায়।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি কাব্যময় ভাষায় আরও বলেন, তবে শীত যখন এসেছে তখন বসন্তও এরপরেই আসবে– গীতাতে এই ধরনের কথা আছে (‘‘হোয়েন উইন্টার ইজ হিয়ার ক্যান স্প্রীং বি ফার অ্যাওয়ে?’’– ইংরেজী প্রবচন)। এদিন গানে গানে আসর মাতালেন দেবাশিস গুহ, আশিস চক্রবর্তী (আসরে প্রথম এলেন), মালা চন্দ, তনুজা চক্রবর্তী (সুনিশ্চিত ভাবে এই সন্ধ্যায় সবচেয়ে উজ্জ্বল সঙ্গীত শিল্পী– গাইলেন ‘পাগলা, মনটা রে তুই বাঁধ’), কল্পনা বিশ্বাস কুন্ডু (সুধীর লাল চক্রবর্তীর সেই শাশ্বত গান, ‘মধুর আমার মায়ের হাসি’– বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগের সেরা সঙ্গীত শিল্পীদের মহাগুরু ছিলেন সুধীর লাল), গীতা অধিকারী প্রমুখ। আর অলাদা করে যে সঙ্গী শিল্পীর নাম উল্লেখ করতে হয় ‘তিনি হলেন’ শিশুশিল্পী অপ্রতীম চট্টোপাধ্যায় (প্রকৃতই সঙ্গীত জগতে এক ‘বিস্ময় শিশু’)। এদিন অন্য কবিদের কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন অরুণ গুহ, সুরজিৎ দাস, তাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই মিত্র, দীপন সেনগুপ্ত, রণ চ্যাটবার্ন (ইংরেজি কবিতা, ‘হিপো’– গানের সুরও ছিল), চয়ন ব্যানার্জী, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

স্মৃতিমেদুর অথচ রস সমৃদ্ধ ‘কৌতুক’ নিবন্ধ পাঠ করলেন লেখিকা সুমিত্রা হাজরা– অনবদ্য রচনা। তারাশঙ্কর দত্ত পরিবেশন করলেন স্বরচিত রম্যরচনা, ‘গেরোর ওপর গেরো’–দারুণ! এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা এই প্রতিবেদকের ভালো লাগলো তাঁরা হলেন অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য (‘স্মৃতির পথে’), বিজন চন্দ (‘পলাশ’), স্বপন দাস (ইংরাজি রচনা, ‘ভয়েজ উইদিন’), অসীমা মুখোপাধ্যায় (‘প্রাক্তণ’), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (‘দিয়ে যাব সব’), শেফালি সরকার (‘আমি অনন্যা’– রোমান্টিজমের পথে এগোচ্ছেন কবি– কবি হিসাবে এখন তিনি ‘বিকেলে ভোরের ফুল’!), প্রদীপ গুপ্ত, (‘চুপ কথা’ – শ্রীগুপ্তের সব কবিতাই এই প্রতিবেদকের মন ছোঁয়) প্রমুখ। এক ফাঁকে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন অনুদিত অনু কৌতুক, ‘যীশুখৃষ্টের মতন’। সব শেষে এদিন আসরে সকলের সেরা প্রাপ্তি ছিল সংগঠনের সভাপতি, কবি রত্নেশ্বর হাজরার কন্ঠে তাঁর দুটি কবিতার পাঠ, ‘আগুনের কোনও গন্ধ নেই’ ও ‘শীতের জন্য বর্ণমালা’– এই দুটি কবিতা কবি পাঠ করেন সভার একদম শেষের দিকে– কবিতা দুটির অনুরণন হৃদয়ে নিয়েই এই প্রতিবেদক ‘মেট্রো–র পথে’ এগোলেন। সাথে ছিলেন ৮৫ বছরের ‘তরুণ’ তাঁর বন্ধু সাহিত্যপ্রেমী বিদেশী মানুষ রণ চ্যাটবার্ন– হঠাৎই বলে উঠলেন ‘ওয়ান্ডারাস কালচারাল ইভনিং’...

শ্রীরামকৃষ্ণের তিথি পুজো

শ্রেয়সী ঘোষ : শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৩তম শুভ জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যা ৬–৪৫ মিনিটে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে’ পরিবেশিত হল এক গীতি আলেখ্য। গীতি আলেখ্য’র নাম ‘কথায় ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণ’। পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। ঠাকুরের জন্ম থেকে শুরু করে তিরোধান পর্যন্ত জীবন কথায় পরিবেশিত হল এই আলেখ্য’র মধ্যে। প্রসঙ্গসূত্রে এসেছে ঠাকুরের মা বাবা, সারদামনি, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, ভৈরবী, তোতাপুরী, রাসমণি, মধুর বাবুর কথা। এরই সঙ্গে শিল্পী পরিবেশন করেছেন বিখ্যাত কিছু গান। যার মধ্যে আছে মনরে কৃষি কাজ জানো না। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি, সদানন্দময়ী কালী, সকলই তোমারই ইচ্ছা, ডুব দেরে মন কালী বলে, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল আমার মন প্রভৃতি গানগুলি। শিল্পীর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করলেন কল্যাণ চক্রবর্তী এবং পার্কাসনে তরুণ দত্ত। শ্রোতাদের প্রাপ্তির ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

৯৮তম বাৎসরিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শিশির কুমার ইনস্টিটিউট সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৭১/১ বাগবাজার স্ট্রিটে ৯৮তম বাৎসরিক উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন সমাজসেবী হেমন্ত কুমার সাহার স্মরণে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা ও দ্বিতীয় দিন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া প্রশিক্ষক দীনবন্ধু সেনের স্মরণে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি তপন মুখার্জী, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরবক্স সিং, গৌতম সরকার, মৃদুল ব্যানার্জী, ডি আশিস, বাপী ঘোষ, ডঃ ভুপেন শীল, তৃপ্তি গুপ্ত, দীপেন হাজরা,জয়ন্ত সাহা,অজিত ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভেন গুহ।

উক্ত দু’দিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে বিরাট বিচিত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামলকুমার সেন। অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন অলোক নায়েক ও অমিতাভ রায় প্রমুখ।

উন্নয়নের কর্মকাণ্ড নিয়ে বইপ্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ৪২তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলায় প্রেস কনফারেন্স হলে প্রকাশিত হল ড. কেশবচন্দ্র মণ্ডল রচিত গ্রন্থ—মমতা ব্যানার্জী দ্য মেকার অফ নিউ বেঙ্গল। নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক গবেষক ও লেখক ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নের কর্মকাণ্ড বিশ্ববাসীর দরজায় কৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায়ে প্রশ্নটি সহজ ও সরল ইংরাজিতে লিখেছেন এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এক ঝাঁক উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়, হাওড়া দীনবন্ধু কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ভাস্কর পুরকায়স্থ, হাওড়া দক্ষিণ বিধানসভার এমএলএ জাতীয় শিক্ষক ব্রজমোহন মজুমদার, চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বিমল শংকর নন্দ, কলকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মহারাজ আত্মবোধানন্দজী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. উদ্বোলক রায়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার যুব কল্যাণ আধিকারিক প্রভাংশু হালদার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্যামাপদ পাত্র ও বহু বিশিষ্টজন। মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগে পশ্চিম বাংলায় যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে তার এক সুন্দর চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটিতে। রাজ্যের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সড়ক ও প্রশাসনে যে ব্যাপক ও লক্ষ্যণীয় উন্নয়ন ঘটছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে গ্রন্থটিতে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তরা একে একে সকলে গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লেখকের এই অভিনব প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। ইংরাজি ভাষায় এরূপ একটি গ্রন্থের অভাব বোধ থেকে লিখিত নারীবাদী লেখকের এই প্রয়াস বাংলার রাজনীতি ও বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিকে স্পর্শ করবে ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাবে বলে আশা করছে রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মহলের এক বড় অংশের মানুষজন।

কাটোয়ার মানববন্ধু নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: কাটোয়ার মানববন্ধু। এই উপাধিতেই ভূষিত জনদরদী চিকিৎসক নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়। মহানুভব চিকিৎসকের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল ১২ ফেব্রুয়ারি। পূর্ব বর্ধমানের

কাটোয়া শহরের কাছারি রোডে অবস্থিত আই এম এ ভবনের পাশেই ডাঃ নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সেখানেই এই জনদরদী চিকিৎসকের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। সেদিনের বৈকালিক উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত সকলেই তাঁর মর্মর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি সমাজের প্রতি ডাঃ নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

ডাঃ নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় ১৯১৭ সালের ১৭ জুলাই কাটোয়া শহরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বরাবর প৷৷শোনায় মেধাবী ছিলেন। দারিদ্রতা তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনের পথে বারংবার বাধা হয়ে দাঁড়ালেও তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। ফলে একদিন তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে মানুষের সেবাকার্যে নিয়োজিত হন। ধীরে ধীরে চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। দরিদ্র মানুষের জন্য ডাক্তারবাবুর হৃদয় কেঁদে উঠত। বিনা চিকিৎসায় কোনও মানুষের মৃত্যু হবে এটা কোনওমতেই এই মানবদরদী চিকিৎসক মেনে নিতে পারতেন না। যেকারণে তিনি কাটোয়া শহরে খড়েরবাজার এলাকায় নিজের চেম্বারের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন দরিদ্র মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিসেবার কাজ চালিয়ে গেছেন। একসময় তাঁর সুনাম জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ায় দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য দরিদ্র মানুষ ডাক্তারবাবুর কাছে আসতেন। জীবিতকালে শরীর যতদিন সায় দিয়েছে ততদিনই মানুষের জন্য, এলাকার জন্য কাজ নানান কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন ডাঃ নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়। মহানুভব এই চিকিৎসক মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: গত ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় দমদম লেক টাউনের গান্ধী সেবা সংঘে ‘সঙ্গীতপ্রিয় সংসদের’ পঞ্চদশ বার্ষিক মিলনোৎসব শিক্ষক রামমোহন ভট্টাচার্য্যের পৌরোহিত্যে ও সম্পাদকবিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।প্রধান অতিথি ছিলেন সুনীত চ্যাটার্জী। সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী ডক্টর অর্চিতা ঘোষ, শ্রাবন্তী ব্যানার্জী (খেয়ালরাগ শুদ্ধ সারং) বিশ্বনাথ সুর, মধুমিতা ভট্টাচার্য্য, (খেয়াল রাগ মূলতালী) তৃপ্তি দাস, (খেয়াল রাগ–যোগ) ভীমপলশ্রী রাগে বাঁশী বাজিয়ে মোহিতকরে দেন অশোক কর্মকার।কবিতা পাঠ করে মুগ্ধ করেন ফাল্গুণী ভট্টাচার্য্য।

পার্কাসন বাজিয়ে আপ্লুত করে দেন অরিজিৎ ব্যানার্জী।গান শোনান সুজাতা, অশেষ, ঝিনুক, শৈলেন, অনুপ, কুমার শুভ প্রমুখ। গিটার–পার্থ কর্মকার। তবলা বাজান–অনুপম প্রামানিক, সমীর দাস ও উল্লাস চক্রবর্তী।

সঙ্গীত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বরাহনগরের বিকেসি লেনে ‘‘সিনহা’স আর্ট মিউজিক কলেজের’’ উদ্যোগে মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পাদক প্রত্যুষ সিনহা ও রুষা সিনহার যুগ্ম পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন রঘুনাথ দাস। অতিথি ছিলেন সনৎ কর,গুপিনাথ ব্যানার্জী, প্রদীপ দে,সুবীর বসাক, ওঙ্কার এবং রুদ্রেন্দ্র সিনহা। শেষে কয়েকজন শিল্পী সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অনুকূলচন্দ্রের জন্ম মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনগর সৎসঙ্গ উপাসনাকেন্দ্রের উদ্যেগে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩০তম জন্ম মহোৎসব যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত

হলো গত ১১ই ফেব্রুয়ারি রাজনগরের খাসবাজারে। এই উপলক্ষ্যে সকালে উষ্ণাকীর্তন, নগর পরিক্রমা, ভীক্তিগতি, নৃত্যানুষ্ঠান, প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা,বাউল গান আয়োজিত হয়। দুপুরে ছিল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভান্ডারের অন্নপ্রসাদ বিতরণ। প্রাক্তন ডিজি রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ঋত্বিক নিমাইচন্দ্র প্রামানিক বলেন, ‘আজকের অস্থির সময়ে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বানী খুবই প্রাসঙ্গিক। মানুষের তার বানী আশ্রয় করা দরকার।’

লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের নতুন অভিমুখ

দীপককুমার বড় পণ্ডা, আশুরালী, ডায়মন্ড হারবার : গত ১১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির উদ্যোগে আশুরালী গ্রাম উন্নয়ন পরিষদে আয়োজিত হল ‘লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন’ সংক্রান্ত একটি মনোজ্ঞ সভা। শুরুতেই সভার সঞ্চালক সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল পাডুই সারাদিনের আলোচনার অভিমুখ স্থির করে দেন। তিনি বলেন, ‘আজকের আলোচকরা তাঁদের বক্তব্যে মূল কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেবেন। বিষয়গুলি হল লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের অভিমুখ কোন দিকে, এর ফলাফল কী হচ্ছে, সমিতির ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কী হবে।’

এই প্রেক্ষিতে উপস্থিত লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক এবং বিশেষজ্ঞরা নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আজকের দিনে কোন পত্রিকাগুলিকে আমরা লিটল ম্যাগাজিন বলব তা স্থির করা দরকার, লিটল ম্যাগাজিন কি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনটা আসলে কী, যে কোনভাবে লিখলেই সবাইকে কি আমরা লেখক বলব, লেখকরা কি নিজেদের সঠিকভাবে যোগ্য করে তুলছেন প্রভৃতি নানা প্রশ্ন। নানা বিষয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও আলোচনা শেষে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে, এ বিষয়ে সবাই একমত হন।

সেই সুবাদে সঞ্চালক বারে বারে প্রশ্ন তোলেন লিটল ম্যাগাজিন কোন কোন বিষয়ে আন্দোলন করবে? এই সূত্রে যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল, নতুন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। যেমন, সূচীপত্রহীন পত্রিকা প্রকাশ। অনেক লেখক নিজের লেখা ছাড়া সেই পত্রিকায় অন্যের লেখা পড়েন না। সেক্ষেত্রে নিজের লেখা খুঁজতে গিয়েও অন্যের লেখা চোখে পড়বে। এই বিষয় নিয়ে লেখালেখি হওয়া দরকার। এছাড়া, লিটল ম্যাগাজিনের প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে কর্মশালা হতে পারে। যেমন, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা, আজকের সম্পাদকরা কি সম্পাদক নাকি সংকলক অথবা শুধু সংগ্রাহক প্রভৃতি।

সভায় উপস্থিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী বলেন, সমিতি চাইলে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকার অনুষ্ঠানের কথা তাঁরা জেলার সবাইকে এস এম এস–এর মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারেন। লিটল ম্যাগাজিন সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান জেলা গ্রন্থাগারে করা যেতে পারে, এরজন্য প্রয়োজনীয় নানারকম সহযোগিতা তাঁরা করতে পারবেন। শ্রী চৌধুরী বারে বারে বলেন, এলাকার গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচাতে পত্র–পত্রিকা গোষ্ঠী, পাঠক সবাইকে সচেতন হতে হবে। স্থানীয় মানুষরা সক্রিয় না হলে আগামী দিনে গ্রন্থাগারগুলি মুখ থুবড়ে পড়বে। জেলার লেখকদের লেখা বই কিংবা জেলা থেকে প্রকাশিত বই কেনার বিষয়ে সরকারি আদেশনামার উল্লেখ করে তিনি জানান, সরকার এ বিষয়ে যে উদারতা দেখিয়েছেন, আপনারা তা গ্রহণ করুন। জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার লেখকদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর সহ যে গ্রন্থ ‘দক্ষিণ ২৪–পরগনা লেখকপঞ্জি ২০১৭’ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত অনেকে।

অনুষ্ঠানে সভায় জেলার নানা প্রান্ত থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক লেখক দেবীশঙ্কর মিদ্যা, ‘সুচেতনা’ পত্রিকার সম্পাদক গৌতম মন্ডল, মুক্তকণ্ঠের সম্পাদক তপন মন্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির নিশিকান্ত মন্ডল, ‘অনন্যা শুক্তি’ পত্রিকার সম্পাদক সুব্রতসুন্দর জানা, অধ্যাপক বলাই নস্কর, ‘চন্ডীমন্ডপ’ পত্রিকার সম্পাদক বাণী দাস, সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ।

গ্রামীণ পরিবেশে এদিনের আলোচনা লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনকে কোথাও যেন আবার একবার আন্দোলিত করে দিল। বারে বারেই আশুরালি গ্রাম মনে করিয়ে দেয় নতুন করে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এই গ্রাম থেকেই অমৃতলাল পাডুই–এর সম্পাদনায় প্রায় ২০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ‘গ্রামোন্নয়ন’ পত্রিকা।

যা সংস্কৃতির বিশেষ করে লোকসংস্কৃতির নানা অনালোচিত দিক তুলে ধরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফলভাবে কাজ করে চলেছে জন্মলগ্ন থেকেই। ‘আশুরালি গ্রামোন্নয়ন পরিষদে’র উদ্যোগে আগেও পত্র–পত্রিকা সংক্রান্ত নানা কর্মশালা হয়েছে, যার সফল রূপকার অমৃতলাল পাডুই। এই সমিতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পত্র–পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রাণ–ভোমরা রূপে কাজ করে চলেছে নীরবে। নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচি তৈরি করে কিছুদিনের মধ্যেই সবাই একসঙ্গে মিলিত হবেন, এই আশ্বাসে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সিনেমা ভাল মন্দ

অঞ্জন চৌধুরী ঘরানার কল্পতরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বেশ কয়েক বছরে বাংলা ছবির ট্রেন্ড চলছে তা হল গোয়েন্দাগিরি। রহস্য রোমাঞ্চ, খুন অপরাধ, সেই সূত্র ধরে যৌনতার রমরমা অবস্থা, বাংলা ছবিকে গ্রাস করে চলেছে। সেখানে হঠাৎ করে একটি ছবি মুক্তি পেল নন্দনে, যা একেবারেই বিজ্ঞাপিত নয়, সে ছবির নাম ‘কল্পতরু’। মনে আশা নিয়েই ছবিটা দেখতে যাওয়া। কারণ বাংলা ছবির দক্ষ পরিচালক প্রয়াত অঞ্জন চৌধুরীর ছোট মেয়ে রীণা চৌধুরীর পরিচালনায় ছবিটি নির্মিত। এটি পরিচালিকার প্রথম কাজ। অনেকগুলি কারণে এই প্রথম কাজকে মান্যতা দিতে হয়। প্রথমেই বলি টাইটেল কার্ডের কথা। আজকালকার অধিকাংশ বাংলা ছবিতে টাইটেল কার্ড লেখা হয় ইংরাজিতে, তদুপরি একবার বাঁদিকে, একবার ডানদিকে, একবার উপরে, একবার নীচে নাম গুলি এমনভাবে পর্দায় ভেসে ওঠে যে নাম পড়তে কার সাধ্যি! এ ছবির টাইটেল কার্ড সোজাসুজি বাংলায়, এক জায়গায় স্পষ্ট ভাবে। সেই কার্ডে সুন্দর এক স্বীকারোক্তি। ‘অঞ্জন চৌধুরী ঘরানার ছবি’। নেপথ্যে তখন বাজছে ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’ গানটির সুর। মুহূর্তের মধ্যে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কাহিনী সূত্র মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়ের। গল্পের বিরাট গুরুত্ব আছে তেমন নয়। তবে পরিচালিকা তাঁর চিত্রনাট্যে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হওয়া অনাদিমোহনের এপার বাংলায় আসা, বাড়ি করা, সরকারি চাকরি করা, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করার পাশাপাশি মানুষের উপকারে নিজেদের উৎসর্গ করার কাহিনিকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এমন আত্মভোলা পরোপকারী মানুষ তো চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। সেই চরিত্রে পার্থসারথি দেবের কাজও মনে রাখার মতো। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চরিত্রে মৌসুমী সান্যালকেও ভালো লাগে। এঁদের জীবনে আসা অবনীর চরিত্রে রাহুল গোস্বামীও সুন্দরভাবে তার চরিত্র রূপায়ণ করেছেন। এ ছাড়া অল্প পরিচিত, অপরিচিত শিল্পীদের দিয়েও ঠিক কাজ আদায় করে নিয়েছেন রীণা। এ ছবির আরেক সম্পদ এর গানগুলি। একটি বাদে বাকি সব কটি গান বহুশ্রুত পুরানো বাংলা গান, যেগুলির রচয়িতা প্রয়াত গীতিকার মোহিনী চৌধুরী ‘ভালবাসা মোরে ভিখারি করেছে’, ‘পৃথিবী আমারে চায়’, ‘নাই বা হোল মিলন মোদের’ কিংবা ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’ গান গুলি শুনলে এখনও মনে দোলা দিয়ে যায়। অবশিষ্ট গানটি ‘গুনগুনগুন’; যার রচয়িতা ভবিষ্যৎ চৌধুরী। সুর দিয়েছেন দীপংকর আচার্য। এর মধ্যে দু’একটি জিনিস নজরে পড়ে। যেমন অনাদি নামের বানান স্বয়ং অনাদিই লিখেছেন ‘অনাদী’। বাড়ির নামও দেখলাম ‘অনাদী ভবন’। আশৈশব পূর্ববঙ্গে থেকে আসা অনাদির উচ্চরণে ছিটেফোঁটা বাঙাল টান নেই। পূর্ববঙ্গবাসীরা ভোজনবিলাসী বোঝাতে একটু বেশি রকমের অনাদিকে নিয়ে খাদ্য গ্রহণ দৃশ্য রাখা হয়েছে। একটু ছাটকাট হলে ভালো হতো। তবু বলি, বাংলা ছবির যে গড্ডালিকা প্রবাহ চলছে, তার মাঝে কল্পতরু এক বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। ধন্যবাদ প্রযোজক দিগ্বিজয় চৌধুরীকে। ধন্যবাদ পরিচালিকা রীণা চৌধুরীকেও।

মজবুত নয় ‘ভালবাসার বাড়ি’

নিজস্ব প্রতিনিধি : তরুণ মজুমদারের ছবিতে আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকে। যার মধ্যে আছে সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের গান, বাংলার মুক্ত আকাশ, অভিনয় ইত্যাদি। পরিচালকের সাম্প্রতিক ছবি ‘ভালবাসার বাড়ি’তে এ সবের আয়োজন ছিল। তবু সব মিলিয়ে মন ভরলো কোথায়? প্রচেত গুপ্তের লেখা গল্প থেকে চিত্রনাট্য করেছেন পরিচালক স্বয়ং। ইতিপূর্বে তরুণ মজুমদার ও প্রচেত গুপ্ত জুটির ছবি পেয়েছি আমরা, ‘চাঁদের বাড়ি’। সেখানে অতি পরিচিত স্বনামধন্য শিল্পীদের ভিড় (রঞ্জিত মল্লিক, সৌমিত্র, ঋতুপর্ণা, বাবুল সুপ্রিয়, কোয়েল, সোহম, লাবনী, হারাধন, বিশ্বজিৎ প্রমুখ)। এখানে যে জায়গাটা বড় নড়বড়ে। নাটকের শিল্পীদের আবেদন নাট্যমোদীদের কাছে, ছবি টানার ক্ষেত্রে সে আবেদন কার্যকরী নয়। বিশেষ করে তাঁরা যখন ছবির সিংহভাগ জুড়ে আছেন। শিল্প নির্দেশকের দুর্বলতা বড় প্রকট। বল্লরীদের বাড়ির হোক আর ট্যুর কোম্পানির অফিস হোক, পরপর বড় ছোট। এমন কি ট্যুর কোম্পানির বাস আরও আকর্ষণীয় হওয়ার প্রয়োজন ছিল। রেকর্ডিং কোম্পানির মালিকের আচমকা শ্লীলতাহানি করতে যাওয়ার মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। রেকর্ডিং করার দৃশ্যটিও মনে ধরে না। আজকালকার বাংলা ধারাবাহিকগুলিতে এর থেকে ভালো রেকর্ডিং দৃশ্য গৃহীত হয়ে থাকে। অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত। একেবারে শুরুতেই ‘ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়’ তারপর অনেক অনেক গান। অধিকাংশ গানই টুকরো টুকরো খান কয়েক গোটা। তবে ‘দাদার কীর্তি’তে ব্যবহৃত ‘চরণ ধরিতে দিওগো আমারে’ অথবা ‘আলো’ ছবিতে ব্যবহৃত ‘শ্রাবণের ধারার মত’ গানগুলি যেমন রাতারাতি ছবিতে ব্যবহারের সূত্র ধরে অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত এখানে পাওয়া গেল না বলে আক্ষেপ রইল। চিত্রগ্রাহক শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এ ছবিতে তাঁকে বিশেষ কিছু খাটতে হয়নি। গোড়ার কথা আবারও বলতে হয়। তরুণ বাবুর সঙ্গে কাজ করেছেন এমন বহু পরিচিত শিল্পীদের এ ছবিতে পাওয়া গেলে দৃষ্টি সুখ পাওয়া যেত। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের বল্লরী মনে থেকে যায়। কল্যাণের চরিত্রে প্রতীক সেনের অভিনয়ও মনে দাগ কাটে। চিত্রনাট্যে বেশ জায়গা পেয়েছেন চন্দ্রার চরিত্রাভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক। অতিনাটকীয় সে অভিনয়। নায়িকার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া পাত্রের পরিবর্তে নায়িকার প্রেমিকের সঙ্গেই বিবাহ হচ্ছে; এটাও তরুণ মজুমদারের পরিচিত ফর্মূলা। যেমন ‘ফুলেশ্বরী’, যেমন ‘দাদার কীর্তি’ তেমনই এ ছবিতে বল্লরী ও কল্যাণের পরিণয় পর্ব ভালো লেগেই যায়। এ সব নিয়েই তৈরি হয়েছে ‘ভালবাসার বাড়ি’।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন।** **জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা — ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

টি-২০ তে ভুবির ভুবন ভোলানো বোলিং

অরিঞ্জয় মিত্র

যে জায়গা থেকে একদিনের সিরিজ শেষ করল ভারত ঠিক সে জায়গা থেকেই যেন শুরু হয়েছে টি-২০ অভিযান। যথারীতি টিম ইন্ডিয়ার এই দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জেরে

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার যাবতীয় প্রতিরোধ। তাও আবার গোঁদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো টি-২০ সিরিজ শুরুর আগে ফের চোটের জন্য ছিটকে যান প্রোটিয়া ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ ডিভিলিয়ার্স। তাও ডুমনির দল এমন অবস্থাতেও নেই মোটে যে গো-হারান হারতে হবে। সত্যি বলতে কি প্রথম দুটি টেস্টে সেখানকার আবহাওয়া, পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে ভরাডুবি ঘটেছিল ভারতীয় দলের। টেস্ট সিরিজে ০-২ পিছিয়ে থাকা একটা দল কিভাবে চালকের আসনে যেতে পারে তার জলজ্যান্ত নজির বিরাট কোহলির এই দল। বস্তুত সেই যে চালকের আসনে বসেছে টিম ইন্ডিয়া তারপর থেকে সেই তেজিয়ান গাড়ির দৌড় চলছেই।

এর মধ্যে আবার সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন ক্যাপ্টেন কোহলি নিজে। অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব সামলে যেভাবে একের পর এক ম্যাচে সেঞ্চুরির বন্যা বয়ে যাচ্ছে বিরাটের ব্যাট থেকে তা নজিরবিহীন। টেস্টে সর্বোচ্চ রানকারী হওয়ার পর একদিনের সিরিজেও তিনিই টপ স্কোরার। টি-২০-র প্রথম ম্যাচে সেভাবে রান না পেলেও বাকি দুটিতে যে পুষিয়ে দেবেন তা বলাইবাহুল্য। অধিনায়কের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তুখোর ব্যাটিং করে চলেছেন শিখর ধাওয়ান। টি-২০-র প্রথম ম্যাচটিতে ভারত যে বিশাল জয় পেল তার মূল কাণ্ডারী অতি অবশ্য ধাওয়ান। রোহিত শর্মার রানের মধ্যে ফিরে আসাটাও ভারতের পক্ষে দারুণ লাভজনক ব্যাপার। টি-২০ তে ভারত এখন দেখে নিতে ব্যস্ত তাদের রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তিকে। এই কৌশলেই সুরেশ রায়নার দলে অন্তর্ভুক্তি। একই উদ্দেশ্যে মনীশ পাণ্ডেকেও মিডল অর্ডারে দেখে নিচ্ছেন বিরাট-শাস্ত্রীরা। তবে ব্যাটিংয়ে শিখর ধাওয়ানের পাশাপাশি বোলিংয়ে ভুবনেশ্বর কুমার যে কামাল করে দেখালেন তাও অনস্বীকার্য। টি-২০ ম্যাচে মাত্র ৪ ওভারে ৫ উইকেট দখল ভাবা যায়। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দক্ষিণ আফ্রিকার যাবতীয় প্রতিরোধ শেষ করে দিলেন ভুবি। বোলিং স্পিডের ভ্যারিয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিষাক্ত সুইংয়ের ছোবল বুঝতেই জান কাবার হয়ে যায় প্রোটিয়াদের।

তাছাড়া ভারতীয় বোলিংয়ে যে রিস্ট স্পিনিংয়ের ভেলকি চলছে তা আগামী বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে। কুলদীপ যাদব ও যজবেন্দ্র চহাল এক্ষেত্রে বিরাট-রবির বড় বেট। কিছুদিন আগেও ভারতীয় স্পিন বোলিংয়ে তরুণ তুর্কী হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বলাবাহুল্য, এই দুই রবি এখন টিম ম্যানেজার রবির নকশার ধারেকাছে পর্যন্ত নেই। রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন শুধু যে বোলিংটা করতেন তা নয়, নিয়ম করে রানও পেতেন ব্যাট হাতে। সেই দুই বোলার-অলরাউন্ডারকে দলের যাবতীয় ভাবনাচিন্তার বাইরে ছিটকে দেওয়া তো আর মামুলি ব্যাপার নয়। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে চহাল ও যাদবের ম্যাজিক বোলিং। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা যেভাবে নাকানিচোবানি খাচ্ছেন এদের বল বুঝতে তাতে অজি, কিউই ও ইংরেজদেরও যে প্রভূত সমস্যা হবে তা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এরা ছাড়া পেস অ্যাটাকের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে ভারতীয়রা আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন গোটা দুনিয়ায়। তার মধ্যে ভুবনেশ্বর কুমার আবার সবার ওপরে। অসাধারণ সুইং বোলিংয়ে যে কোনও ম্যাচের রঙ বদলে দিতে পারেন ভুবি। এর সঙ্গে সামি, বুমারহ, ইশান্তরা তো আছেনই। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকা আরও দুই পেসার জয়দেব উনাদকার ও শার্দুল ঠাকুরকে দেখে নিয়েছে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট। একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচটিতে শার্দুলের ৪ উইকেট আরও পোক্ত করেছে এই ভরসার জায়গাটা।

টেস্ট সিরিজে ১-২ হারের বদলা নিতে ওয়ান ডে সিরিজে প্রোটিয়াদের হোয়াইট ওয়াশ করতে চাইছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই লক্ষ্যে প্রথম ৩টি ম্যাচ জিতে ৩-০ করেও ফেলেছিল বিরাট বাহিনী। কিন্তু বৃষ্টি এসেই সেখানে হঠাৎ বাধ সাধল। যার জন্য অন্তত একটা ম্যাচ জিতে কিছুটা স্বান্তনা পেয়েছে আফ্রিকানরা। কিন্তু পরের দুটি ম্যাচ টানা জিতে ৫-১ সিরিজ জিতে ড্যাং ড্যাং করে এগিয়ে যায় ভারতীয়দের উদ্দীপ্ত মানসিকতা। তার সঙ্গে যেভাবে টি-২০ সিরিজ শুরু করেছে টিম কোহলি তাতে ভারত যে ফের একটা হোয়াইট ওয়াশের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখেছে তা পরিস্কার। বিদেশের মাটিতে এই সাফল্য আগামী বেশ কয়েক প্রজন্মের জন্যও বড় নজির হয়ে থাকল নিঃসন্দেহে।

গোপালপুরে জমজমাট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের হিমেল পরশ মাখা রৌদ্রে নলহাটি থানার বারা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তগর্ত গোপালপুর মাদ্রাসাপাড়া যুব ক্রীড়াঙ্গন মাঠে দুপুর একটা থেকে জমে উঠেছে ১৬ ওভারের লোহাপুর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গত ২৬ জানুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। উদ্যোক্তা লোহাপুর ক্যানেলপাড়া ক্লাব। চাতরা, বারা, মুরারই, পাকুড়, জঙ্গিপুর, সাগরদিঘী, বোলপুর, নলহাটি, পাঁচগ্রাম, ইলামবাজার সহ ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। আগামী ২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি

সেমিফাইনাল হবে বলে জানা গিয়েছে। গোপালপুর গ্রামসেবা সমিতির উদ্যোগে ১ ফেব্রুয়ারি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে মল্লারপুরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রামপুরহাটের বগটুই দল।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি কাপ

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট।

দাঁইহাট

দাঁইহাট হাইস্কুল ময়দানে মোট ৮টি দলের এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে ১০ ফেব্রুয়ারি। দাঁইহাট এস আর ফুটবল আকাদেমি পরিচালিত এই টুর্নামেন্টের খেলাগুলি প্রতি শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ মার্চ। ফাইনালে বিজয়ী দলকে রামীদেবী মেমোরিয়াল উইনার্স কাপ ও বিজিত দলকে সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল রানার্স কাপ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

আয়োজক সংস্থার সম্পাদক নীলকান্ত রায় জানিয়েছেন, এবারের ফুটবল টুর্নামেন্টে রাজ্যের ৫টি জেলা থেকে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করছে। সেগুলি হল হাওড়ার সহযাত্রী ক্লাব, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা কোচিং

সেন্টার, হুগলির পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাদেমি, উত্তর চব্বিশ পরগনার পলতা কল্যাণ এফ সি, বারাসত দেগঙ্গা ফুটবল কোচিং সেন্টার এবং অশোকনগর পূর্বাঞ্চল সংঘ, নদিয়ার কল্যাণী দেশবন্ধু সংগঠন এবং দেবগ্রাম ফুটবল আকাদেমি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁইহাটে ফুটবল খেলাকে সর্বস্তরে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আমৃত্যু চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই মহতী ক্রীড়াবিদের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি। সেই অমর ক্রীড়াবিদকে যথাযথ সম্মান জানানোর জন্য সূচনা হয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের।

নার্সারি বিভাগে জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা

মলয় সুর : ১১তম লোয়ার লেভেল নার্সারি জেলা জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসল সম্প্রতি। ভদ্রেশ্বর ব্রাইট অ্যাথলেটিক ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হল তাদের নিজস্ব মাঠে। এতে ১০ বছর পর্যন্ত খুদে ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়। প্রতিযোগীর সংখ্যা থাকে প্রায় ৫০০ জন। মোট দু'দিনে ইভেন্ট ছিল ১৭টি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী 'প্রতিভা অন্বেষণ' এখান থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের বাছাই পর্ব হয়ে রাজ্যস্তরে যাবে। এ প্রসঙ্গে জানালেন ডিস্ট্রিক্ট জিমন্যাস্টিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শংকর দাস চৌধুরী। এদিকে রবিবার ফাইনালকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল ব্যাপক চাঞ্চল্য। যদিও ক্লাবটি জিমন্যাস্টিক শিক্ষার্থীদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয়। এই প্রতিযোগিতার রবিবার

ফাইনালে এক্সাসাইজে ছেলেদের মধ্যে প্রথম হয় রুদ্র মণ্ডল, দ্বিতীয় পাল। মেয়েদের টেবল ভল্টে প্রথম সোনালী দত্ত, দ্বিতীয় শ্রেয়া কামার, তৃতীয় জাহ্নবী গোস্বামী, বিম ইভেন্টে প্রথম অনুদাস মোদক, দ্বিতীয় রীশা মণ্ডল, তৃতীয় শুভাঙ্গী দাস। এদিন পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ গোস্বামী, বেঙ্গল সাঁতার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্যায়, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট গোপাল শিট, ক্লাব সম্পাদক বিনয় সিং, স্থানীয় কাউন্সিলার বাপী মালিক, প্রশিক্ষক জয়দেব ঘোষ, সমাজসেবী অরূপ ঘোষ, বাবুল কর্মকার প্রমুখ। ক্লাব সম্পাদক বিনয় সিং বলেন, অনেকেই এই ক্লাবটিকে জিমন্যাস্টিকের আঁতুড়ঘর বলেন। কিছু ক্ষেত্রে ফলও করেছে ক্লাবটি। তবে আরও উন্নতি করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

কাটোয়ায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া পুরসভা আয়োজিত সম্প্রীতি কাপ -২০১৮ ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ৫ নং ওয়ার্ড। কাটোয়া পৌর ময়দানে (টি এ সি গ্রাউন্ড) এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল গত ১২ জানুয়ারি। পুরসভার মোট ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি এই টুর্নামেন্টের

ফাইনাল খেলায় পরাজিত হয় ২০ নং ওয়ার্ড। ফাইনাল খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) রাজ মুখোপাধ্যায়, কাটোয়ার বিধায়ক ও পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিকলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, রাজ্যের অপর মন্ত্রী তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া ২ নং ব্লকের বিডিও শিবাশিস সরকার প্রমুখ। এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে কাটোয়ায় ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চরমে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

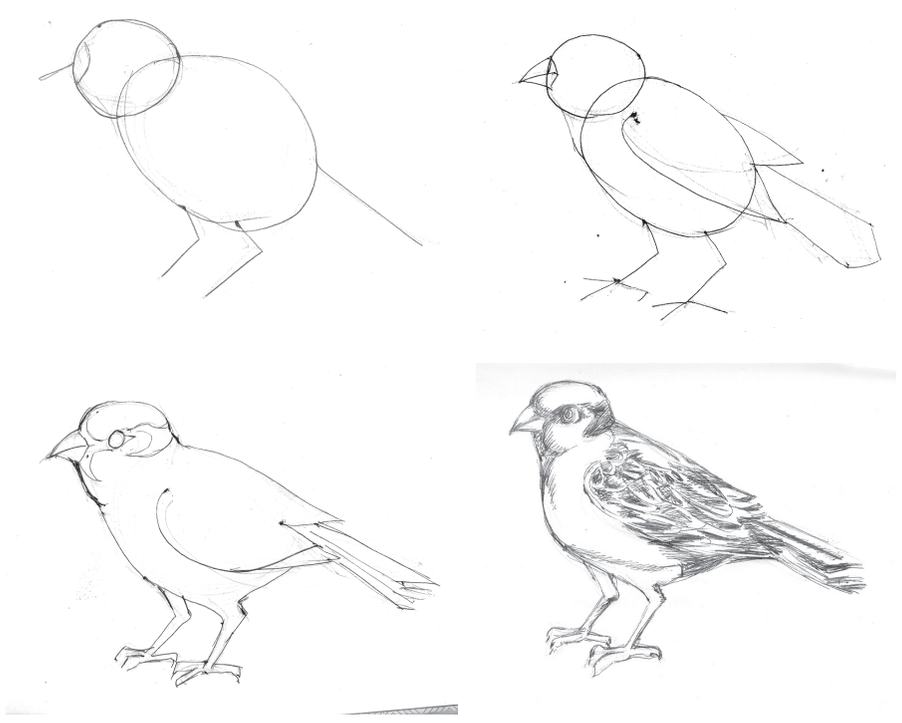

ম্যাজিক দেখার ফল!

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

একটি পানীয়র দোকানে দু'জন লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একজন বেঁটে। তার শরীরের ওপরের অংশ আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যান্ডেজ বাঁধা। অন্য

লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এমন হাল কি করে হল?' ব্যান্ডেজ বাঁধা লোকটি চিঁচিঁ করে উত্তর দিল, 'আমি একজন ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিক শোঁ দেখতে গিঁয়েছিলাম। সামনের সারিতে বঁসে ছিঁলাম। ম্যাজিসিয়ান আমার সামনে এঁসে এঁক প্যাক তাঁস মেঁলে ধঁরে বঁললেন, 'এঁকটা তাঁস নিঁন', আঁবার হাঁতের আঁঙুলের ইঁশারায় আঁমাকে এঁকটা নিঁর্দিষ্ট তাঁস নিঁতে ইঁঙ্গিত কঁরছিলেন! কিঁন্তু আঁমি ঐঁ তাঁসটা নাঁ নিঁয়ে আঁমার খুঁশী মঁতন অঁন্য এঁকটা তাঁস নিঁলাম আঁর তাঁসের প্যাঁক ছুঁড়ে ফেঁলে দিঁয়ে আঁমার এঁই হাঁল কঁরলেন!...

(জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু গ্রন্থাগার থেকে সংকলিত)

অনুরুপ দাস, ষষ্ঠ শ্রেণি, নুঙ্গি হাই স্কুল।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com